প্রবাসের খেরোখাতা

বৈশাখী মেলা ১৪৩২ উপলক্ষ্যে স্মরনিকা

BANGLADESHI EXPATS IN MALAYSIA

BRIGHTON™ INTERNATIONAL SCHOOL

"Nurturing Future Leaders"

BRIGHTON JUNIOR

- *4-5 years old* **Early Years Foundation Stage**
- *6-11 years old* **Cambridge Primary**
- *12-16 years old* **Cambridge Secondary**
- *17 years old* **A-Level**
- *Brighton English Enhancement Program (BEEP)*

FOREIGN LANGUAGES | VISUAL ART | DEBATE & PUBLIC SPEAKING | DANCE | ISLAMIC STUDIES | BRIGHTON ENGLISH ENHANCEMENT PROBRAM (BEEP) | MUSIC | EDUCATIONAL TRIPS

INTAKE
JANUARY, APRIL & AUGUST

"NURTURING FUTURE LEADERS"

- *Cambridge Assessment International Education Center*
- *Holistic Education with Vibrant Co-curricular Activities.*
- *Dynamic, Caring, Qualified & Experienced Local & Foreign Teachers*
- *State of the Art Facilities with Affordable & Quality Education*

PROVIDING QUALITY EDUCATION TO STUDENTS FROM 40+ COUNTRIES WORLDWIDE

ELECTIVES & CO-CURRICULAR ACTIVITIES

CAMBRIDGE

BRIGHT LEADER PROGRAM

HOTLINE
1300 882 247
CCD: +6 0188742247

WWW.BRIGHTON.EDU.MY | admissions@brighton.edu.my

Bangunan Sri Impian, No. 24 – 31, Jalan Setiawangsa 8, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur. Malaysia.

BRIGHTONKL BRIGHTON_KL

Cambridge Assessment International Education | The Early Years Foundation Stage | MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

সম্পাদনা পরিষদ

পারিসা ইসলাম খান
মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান রিয়াজ
অসীম সাহা রায়
পাভেল সারওয়ার
আফরিন জাহান

প্রকাশনা পরিষদ

ড. মোহাম্মদ আলী তারেক
ডা. তানিয়া ইসলাম
শামীমা
আফনান জাফর
রিবো আলম

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫।
প্রচ্ছদ: দিলরুবা হোসেন (কাজরী)
গ্রাফিক্স: পাভেল সারওয়ার
প্রিন্টিং: স্মার্ট ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্টিং সলিউশন

সম্পাদকীয়

পারিসা ইসলাম খান

প্রবাস জীবনে দেশীয় উৎসবের আয়োজন ও উদ্‌যাপন অনেকটাই আবেগের বিষয়। এসব উৎসবে আমরা কার্যত যতটা সম্পৃক্ত থাকি, তারচেয়েও অনেক বেশি নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করি চিন্তা-চেতনা, মনন ও আন্তরিকতার জায়গা থেকে। তাই বিডিএক্সপ্যাটের নির্বাহী কমিটি যখন সিদ্ধান্ত নিলো বৈশাখী মেলা ১৪৩২ আয়োজনের, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলো একটা স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আর সেই গুরুদায়িত্বের ভার পড়লো আমার উপর। একাধিক সাহিত্য সংকলন সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থাকায়, এই কাজটা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলাম, তবে স্মরণিকার সাথে বইয়ের পার্থক্যটাও টের পাচ্ছিলাম। সাহিত্যের বইয়ে লেখার কন্টেন্ট আর কন্টেক্সটের একটা ধারাবাহিকতা থাকে, কিন্তু অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় জমা পড়া লেখাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাই একটা অর্থবহ প্রকাশনার প্রয়াসে আমাদের যত্নটা আরো বেড়ে গেলো। আমরা এর নাম রাখলাম, "প্রবাসের খেরোখাতা" - যেখানে আমাদের প্রবাসীদের সারা বছরের সুখ-দু:খ, কর্ম-উদ্দীপনা, সাফল্য-ব্যর্থতা আর মন ভালো, মন খারাপের হিসাব লেখা থাকবে।

বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে এই স্মরণিকা প্রকাশিত হলেও, বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য এই পত্রিকাটি, যে কোনো প্রবাসীর জন্যে একটা ছোটখাটো "হ্যান্ডবুক" হিসেবে কাজ করবে। এখানে যারা লিখেছেন তাদের অনেকেই পেশাদার লেখক নন, কিন্তু যার যার অবস্থান থেকে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন তথ্য উপাত্ত, অভিজ্ঞতা এত অনুভূতির সমন্বয়ে তাদের সেরা সৃষ্টিটা সবার সামনে তুলে ধরতে। এই স্মরণিকায় যেমন থাকছে বিডিএক্সপ্যাটের এ যাবৎকালের যাত্রাপথ ও নানা কর্মকাণ্ডের সারাংশ, তেমনি থাকছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র আলোকিত করে রাখা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাক্ষাৎকার। মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মরত "ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টরা" লিখেছেন তাদের অভিজ্ঞতা ও দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, যা যে কোন নতুন প্রবাসীর অভিযোজনকে সহজ করবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, উদ্যোগ সকল বিষয়ই উঠে এসেছে লেখনিতে। যেহেতু বৈশাখ নিয়ে আয়োজন, তাই মুক্তগদ্যে উঠে এসেছে বৈশাখ উদ্‌যাপনের ইতিকথা আর দেশ বিদেশের নানান আচার উৎসবের বর্ণনা । এই স্মরণিকায় বাদ যায়নি শিল্প সাহিত্যও, স্বল্প পরিসরে হলেও এতে যুক্ত হয়েছে, গল্প, কবিতা, অঙ্কন শিল্পের ছোঁয়া।

"প্রবাসের খেরোখাতা" যেহেতু আমাদের মনের কথার সম্ভার, সেকারণেই লেখকবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনায়, বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই আমরা লেখা প্রকাশ করেছি। আমাদের আরো একটি আনন্দের জায়গা হলো, এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশু, কিশোর, তরুণরাও তাদের ভাবনা নিয়ে লিখেছে। প্রবাসের খেরোখাতা তাই প্রজন্মান্তরের মেলবন্ধনও তৈরি করেছে। সময় ও সুযোগের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি মানসম্মত একটা প্রকাশনা উপহার দিতে, তারপরও থেকে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির সম্পূর্ণ দায়ভার আমরা নিচ্ছি, আশা করি পাঠকগণ তা উদারতার সাথে গ্রহণ করবেন। আর যেটুকু ভালো, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই স্মরণিকার লেখক ও পাঠকবৃন্দের। প্রকাশনার এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদের আমার সকল সহকর্মীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা, এনাদের সকলের সাহায্য ছাড়া এই প্রকাশনা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। এই নতুন বাংলা বছরে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের "খেরোখাতা"য় যুক্ত হোক, সাফল্য, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি। বিভুঁইয়ের বুকে আমরা এক টুকরো বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাই। শুভ নববর্ষ ১৪৩২!

Message

H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan
High Commissioner
Bangladesh High Commission in Malaysia

On the Occasion of Boishakhi Mela 2025, It gives me immense pleasure to extend my heartfelt greetings to all members of the Bangladeshi community in Malaysia and our Malaysian friends on the joyous occasion of Boishakhi Mela 2025, celebrating Pohela Boishakh 1432, the Bengali New Year.

Boishakh holds a special place in the hearts of Bengalis across the world. It is a time when we come together in the spirit of unity, culture, and hope. This celebration serves not only as a reminder of our rich heritage but also as an opportunity to strengthen the bonds within our community and with our host country, Malaysia.

This year the Government of Bangaldesh under the leadership of Hon'ble Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has called for celebration of Pohela Boishakh in an inclusive manner by honouring the unique culture and heritage of all ethnic communities of Bangaldesh including the Bengali, Chakma, Marma, Tripura, Garo, among others.

I commend Bangladeshi Expats in Malaysia (BDExpat) for organizing this colorful and inclusive cultural festival. Events like these help preserve our traditions while promoting cultural exchange, mutual respect, and harmony between the peoples of Bangladesh and Malaysia.

I invite the Bangladesh community in Malaysia to uphold spirit of ethnic diversity in their celebration of Bengali New Year. I also encourage all members of the community to participate and contribute to the success of Boishakhi Mela 2025. Let this occasion inspire us to build a brighter future rooted in our values of resilience, diversity, and togetherness.

May the New Year bring peace, prosperity, and progress to everyone.

Shuvo Noboborsho to all!

শুভেচ্ছা বাণী

মো. শামীম আহসান
মান্যবর হাইকমিশনার
বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

আবার এসেছে বৈশাখ, নতুন বাংলা বছর। বৈশাখী মেলা ২০২৫ এবং বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশী ও মালয়েশিয় বন্ধুদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

বাংলাদেশের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।পহেলা বৈশাখ আমাদের চিরায়ত সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঐতিহ্যবাহী বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন।নতুন বছরকে উৎসবের আমেজে বরন করার ঐতিহ্য যুগে যুগে লালিত হয়ে আসছে আমাদের হৃদয়ের গভীরতায়।এই ধারায় দেশে ও বিদেশে দিনটি পালিত হয় বাংগালিদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভূবনে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই উৎসবের অংশীদার হয়ে ছড়িয়ে দিবেন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদেশীদের কাছেও এটাই প্রত্যাশা।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার এ বছরের বাংলা নববর্ষকে সকল জাতিগোষ্টীর অংশগ্রহণে একটি সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করার জন্য সকলকে আহবান জানিয়েছেন।এ লক্ষ্যে বাঙ্গালী, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারোসহ সকল জাতিগোষ্টীর বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২৪’ এর গন অভ্যুত্থান আমাদের সামনে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে ।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন বিডি এক্সপ্যাটস (BD Expats) একটি বর্ণিল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করায় আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই।আমি বিশ্বাস করি এমন আয়োজন আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জনগনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সৌহার্দ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সকল সদস্যদের প্রতি আহ্বান- তাঁরা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে জাতিগত বৈচিত্রের চেতনাকে লালন করবেন এবং এর মধ্য দিয়ে দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষন ও ঐতিহ্যের লালনেও ভূমিকা রাখবেন।

বৈশাখী মেলা ২০২৫ এবং বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ সহনশীলতা, বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূল্যবোধের ভিত্তিতে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক এই প্রত্যাশা রইল।

বৈশাখের তাপদাহ ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক সব গ্লানি ও অকল্যানকে।ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বয়ে আনুক আনন্দ ও শান্তির বার্তা।

শুভ নববর্ষ ১৪৩২!

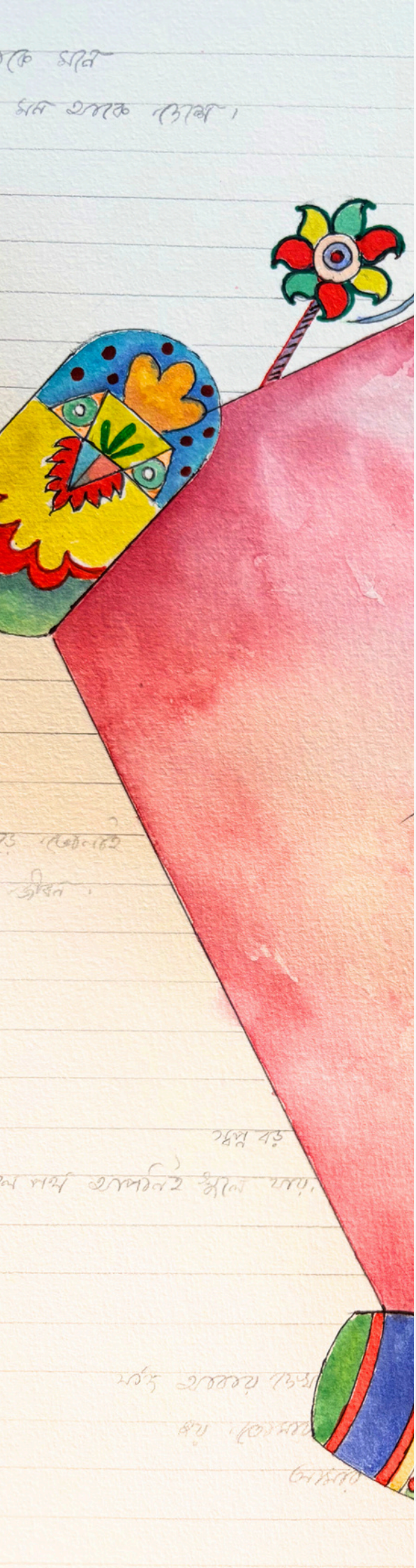

আহ্বায়কের কলম থেকে

অসীম সাহা রায়
আহ্বায়ক
বৈশাখী মেলা ১৪৩২ উদ্‌যাপন কমিটি

সবাইকে বাংলা ১৪৩২ নববর্ষের শুভেচ্ছা। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আসে ভিন্ন আমেজ ও অনুভূতি নিয়ে, সারা বছরের আয়োজনেও তাই থাকে ভিন্নতা।নানান ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে চিরাচরিত অতিথি পরায়ণ ও উৎসবপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষ সারা বছরই থাকে উৎসবমুখর।আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম "বাংলা নববর্ষ" - যা পুরো দেশের মানুষ একসঙ্গে অভিন্ন সুরে সুর মিলিয়ে উদ্‌যাপন করে।ঋতুরাজ বসন্তের বিদায়ী লগ্নে যখন ধরিত্রীতে শুরু হয় শুষ্ক দমকা হাওয়ার আনাগোনা তখনই সাড়ম্বরে আমাদের জীবনে নেমে আসে নববর্ষের আগমনী সুর - নতুন বছরের নতুন প্রত্যাশায় আমরা আবারও স্বপ্নের জাল বুনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, অতীতের সব ব্যর্থতাকে অভিজ্ঞতায় রূপ দেয়ার প্রত্যাশায় আবারও শুরু করি জীবনের খেরো খাতা, নব উদ্যমে... ভিনদেশে বসবাস করে দেশীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও আয়োজন বেশ কষ্টসাধ্য - সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় "অবসর সময়" বের করা, যাতে করে সবাই মিলে একসাথে আয়োজনে সম্পৃক্ত হওয়া যায় এবং এটা মেলাতে গিয়ে অনেক যদি-কিন্তুর আশ্রয় নিতে হয়, মাঝেমধ্যেই অনেক অম্ল মধুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েও যেতে হয়। তারপরও উৎসব প্রিয় আমাদের দেশের মানুষ পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার আয়োজনে সর্বোচ্চটুকু দিতে প্রস্তুত থাকে এবং এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ডালপালা মেলে ধরছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্ব মঞ্চে!

বিডি এক্সপ্যাটস বিভিন্ন আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এবারও আয়োজন করেছে "পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ উদ্‌যাপন" এবং "বৈশাখী মেলা"।এবারের অনুষ্ঠানস্থল - কুয়ালালামপুর ও সেলাঙ্গর চায়নিজ অ্যাসেম্বলি হল। এখানে আয়োজনের অন্যতম কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা, অনুষ্ঠান স্থলের একদম বিপরীত দিকে একটি মনোরেল স্টেশন আছে, তাই আমাদের দেশীয় ভাই-বোনরা খুব সহজেই আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পারবে এবং অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত! সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলরুমে "বৈশাখী মেলা' চলবে সকাল ১১ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত, থাকবে বিভিন্ন ধরনের গেইমস, কুইজ, র‍্যাফেল ড্র এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, থাকবে জুয়েলারি, শাড়ি, পোশাক ও দেশীয় বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের অনেকগুলো স্টল।প্রত্যাশা করি, সবাইকে নিয়ে খুব সুন্দর পরিবেশে বৈশাখী মেলার সমস্ত আয়োজন উপভোগ করব ।

দেশ থেকে অনেক দূরের এই শহরে... বৈশাখী মেলা আয়োজনের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাই কমিশন, মালয়েশিয়া জনাব শামীম আহসান মহোদয়কে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন ঘোষণায় সম্মতি জ্ঞাপন এর জন্যে। তাছাড়া অন্যান্য সকল কাউন্সিলর, কর্মকর্তাসহ সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বৈশাখী মেলা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের টাইটেল স্পন্সর "সিটি রেমিট" কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্রাইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কুয়ালালামপুর, ভিআইপি পিঠাঘর, স্মার্ট ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং সলিউশন সহ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যারা এই আয়োজনে স্পন্সর করে সহায়তা করেছেন।আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা বিভিন্ন বুথ নিয়ে মেলায় অংশ নিচ্ছেন। আপনাদের সবার সহায়তা ও সমর্থনের কারণেই আমরা এবারের বৈশাখী মেলা আয়োজন করতে সামর্থ্য হয়েছি, আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদেরকে পাশে পাবো আমাদের বিভিন্ন আয়োজনে।এবারের বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে আমরা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছি - যার নাম "প্রবাসের খেরোখাতা"। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পাদনা পরিষদের প্রধান সহ সকল সদস্যকে, তাছাড়া যারা বিভিন্ন লেখা ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন - আপনাদের সবার প্রতি রইল অনেক কৃতজ্ঞতা।আশা করি নতুন বছর সবার জীবনে অনেক অনেক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে, প্রত্যাশা করি আগামী দিনের পৃথিবী হবে আরও সুন্দর আরও কোমল, নতুন বছরে আমরা আরও মানবিক হবো।ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই অতীতের সব ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবো - নতুন বছরে এই প্রত্যাশা...

সূচী

সংগঠন পরিচিতি ৯

প্রবাসে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের নেটওয়ার্ক: বিডি এক্সপ্যাটের সূচনা ও পথ চলা - মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান রিয়াজ ১০

লিডার'স টক্: Leading with Vision: Lessons in Resilience, Mentorship, and Adaptability - Sadequr Rahman ১১

বৈঠক: প্রবাসী আয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সম্ভাবনা ও করণীয় - মোঃ সাঈদুর রহমান ফারাজী ১৪

টেক-টক্: Industry Impact of Artificial Intelligence (AI) - Wasim Reza ১৫

কিড'স ক্লাব: An Ode to the BDExpats Kids' Club - Md Fawwaz Ammar Sinan ১৭

উইমেন্স কোর: বিডি এক্সপ্যাট উইমেন'স কোর - নারীর সহযাত্রায় নারী - আফরীন জাহান ১৮

অভিজ্ঞদের কলম থেকে

Bangladesh-Malaysia Trade and Investment: A Strategic Partnership for the Future - Mr. Pranab Kumar Ghosh ১৯

Conquering the Challenges of Expatriation - Shah Newaz Khan Reza ২৩

নারী স্বাস্থ্য: সচেতনা ও করণীয় - ডঃ তানিয়া ইসলাম ২৪

Bridging Academia and Industry in IT - Sumaiya Zafrin Chowdhury ২৬

প্রবাসী নারীউদ্যোক্তা - বাস্তবতা, প্রতিকূলতা, সম্ভাবনা - পাপিয়া আক্তার ২৮

Chess - more than just a game! - Mohammad Nazmul Hasan Maziz ২৯

বৈধপথে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কিছু সুপারিশ - মোঃ আলী হায়দার মুর্তুজা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনবিএল মানি ট্রান্সফার .. ৩০

বিদেশে পড়াশোনা: সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও দায়িত্ব - মো. জারজিস ইসলাম, পিএইচডি গবেষক, ইউনিটেন (UNITEN) ৩১

প্রবন্ধ ও মুক্তগদ্য:

ওরাং বাংলার কথা - রফিক আহমদ খান ৩২

বাংলা নববর্ষ ও বাঙালি জাতি - আহমাদুল কবির ৩৩

প্রবাসের ষোলআনা বাঙালীয়ানা - গার্গী লাহিড়ী ৩৪

উৎসবের কুয়ালালামপুর - নিয়ান সাহা ৩৫

A Foreigner in My Own Country - Zara Afrin Ali ৩৭

শিল্প-সাহিত্য

মা - পেন্ডোরা চৌধুরী ৩৯

সফলতা দূর দিগন্তের দীর্ঘ দরিয়া - তাসনীম আঁখি ৪০

Home Zaima Tazmeen Khan ৪০

The Time Loop Murder - Nuhad Bin Kabir ৪১

চিত্রকলা - দিলরুবা হোসেন (কাজরী) ৪৪

ফটোগ্যালারি ৪৫

প্রবাসের চিরকুট .....

বাংলাদেশী এক্সপ্যাটস ইন মালয়েশিয়া এর কার্যনির্বাহী ও বৈশাখী মেলা ১৪৩২ উদ্‌যাপন কমিটি

মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান রিয়াজ
সহ-প্রতিষ্ঠাতা
বাংলাদেশী এক্সপ্যাটস ইন মালয়েশিয়া (বিডিএক্সপ্যাটস)

ড. মোহাম্মদ আলী তারেক
সিনিয়র লেকচারার, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স
ইউনিভার্সিটি মালায়া

অসীম সাহা রায়
সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট
ডিএইচএল এশিয়া প্যাসিফিক শেয়ার্ড সার্ভিসেস

ডা. তানিয়া ইসলাম
মেডিক্যাল লেকচারার, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন
ইউনিভার্সিটি মালায়া

পাভেল সারওয়ার
মহাসচিব, ইয়ুথ হাব ফাউন্ডেশন
তথ্যপ্রযুক্তি কনসালটেন্ট, সিবিএল মানি ট্রান্সফার

পারিসা ইসলাম খান
শিক্ষক, লেখক ও পিএইচডি গবেষক
মোন্যাশ ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া

আফনান জাফর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ব্রেইন স্টেশন ২৩ এসডিএন বিএচডি

শামীমা
নৃত্যশিল্পী ও
পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি মালায়া

রিবো আলম
ম্যানেজিং কনসালটেন্ট
মাস্টারকার্ড মালয়েশিয়া

শাহ নেওয়াজ খান রেজা
হেড অফ কমার্শিয়াল এক্সিল্যান্স,
মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর, স্যান্ডোজ

আফরীন জাহান
গবেষক, ইউনিভার্সিটি মালায়া

নিয়ান সাহা
ফার্মাসিস্ট ও নারী উদ্যোক্তা

সুমাইয়া জাফরিন চৌধুরী
উন্নয়নকর্মী ও এসডিজি প্রাকটিশনার
কোষাধ্যক্ষ, ইয়ুথ হাব ফাউন্ডেশন

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ড. মারজিয়া জান্নাত মহুয়া
সংগীত শিল্পী
লেকচারার, এ পি ইউ

তামিমুল হুদা
সংগীত পরিচালক

মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান রিয়াজ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, বিডিএক্সপ্যাটস

প্রবাসে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের নেটওয়ার্ক: বিডি এক্সপ্যাটের সূচনা ও পথচলা

প্রবাসের জীবন সবার জন্যেই স্বদেশের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন।থাইল্যান্ডে দেড় বছর কর্মজীবন কাটিয়ে ২০১৫ সালে যখন মালয়েশিয়ায় পা রাখি, তখন অনুধাবন করি, এখানে হাজারো বাংলাদেশি অভিবাসী কাজ করলেও তাদের সঙ্গে পরিচয়ের, একসাথে আড্ডা দেওয়ার, নিজের ভাষা-সংস্কৃতিতে জড়ো হওয়ার কোনো জায়গা নেই।বিশেষ করে যাদের পরিবার-সন্তানরা এখানে থাকে, তাদের জন্য সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্রে থেকে যায় একটা শূন্যতা।এই শূন্যস্থানটা পূরণের স্বপ্ন থেকেই 'বিডি এক্সপ্যাট' এর যাত্রা শুরু যা কিনা হয়ে উঠবে - "প্রবাসে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের নিজস্ব একটি পরিবার"।

প্রথম পদক্ষেপ:

কুয়ালালামপুরের সিটি সেন্টারে ৪-৫টি পরিবারকে একত্রিত করার মধ্যে দিয়েই যাত্রা শুরু হয় বিডি এক্সপ্যাটের।আমরা সবাই তখন বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিতে কার্যরত বাংলাদেশি নাগরিক।প্রথমে শুধুই আড্ডা আর অভিজ্ঞতা বিনিময় দিয়ে সূচনা হলেও ধীরে ধীরে এই সম্মিলনকে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠলো। মূলত সেই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় 'Bangladeshi Expats in Malaysia' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সেটাই বিডি এক্সপ্যাটের বীজ বপন।

সাংগঠনিক প্রসার:

মাত্র ৫-৬ টি পরিবার নিয়ে পথচলা শুরু করে বিডিএক্সপ্যাট আজ প্রায় ৯০০ সদস্যের বিশাল নেটওয়ার্ক। প্রত্যেক সদস্যকে ম্যানুয়ালি যাচাই করে এই প্লাটফর্মে যুক্ত করা হয়, যেন এই কমিউনিটির বিশ্বস্ততা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।আমাদের সদস্যরাই শুধু মালয়েশিয়ায় কর্মরত নয়, অনেকের পরিবারও এখানে থাকেন। তাই নারী অভিবাসীদের জন্যও তৈরি করা হয়েছে বিশেষ স্পেস, যেখানে তারা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্যারিয়ার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। শিশুদের জন্যেও নেয়া হয়েছে নানান উদ্যোগ। প্রোগ্রামিং ক্লাস থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতির বিকাশে নানান কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে নিয়মিত।

বিডিএক্সপ্যাটের কিছু উদ্যোগ:

·লিডার'স টক: মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা নিজ নিজ ক্যারিয়ারে সফল, সেই সব লীডারদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতেই শুরু করা হয় 'লিডার'স টক' সিরিজ। এ সিরিজের প্রথম অতিথি ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক মালয়েশিয়ার সাবেক সিইও আবরার এ. আনোয়ার।তিনি ক্যারিয়ার গঠন থেকে শুরু করে লিডারশিপের বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাংলাদেশি পেশাজীবী - টেক এক্সপার্ট, উদ্যোক্তা ও অন্যান্যরা আসেন। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের সদস্যদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।

বৈঠক:

স্বাস্থ্য ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে চালু করা হয় 'বৈঠক' সেশন। টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ব্রেস্ট ক্যান্সারের মতো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ও আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তারদের। অনেক সদস্য ও তাদের পরিবার এ সকল সেশন থেকে লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্টের কৌশল শিখে নিয়ে উপকৃত হয়েছেন।

টেক-টক:

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সাথে তাল মিলতে আয়োজন করা হয় 'টেক-টক'। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, সাইবার সিকিউরিটির মতো ট্রেন্ডিং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়। সম্প্রতি একটি সেশনে শেখানো হয়েছিল কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং করে আয় করা যায়, যা অনেকের জন্য প্যাসিভ ইনকাম এর নতুন দরজা খুলে দিয়েছে।

কিডস ক্লাব:

আমাদের উত্তর প্রজন্মের সাথে সংযোগ রাখতেই 'কিডস ক্লাব' এর শুরু।এখানে শিশুরা শেখে দাবা খেলা, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট, এমনকি বেসিক প্রোগ্রামিং এর মতো বিষয়সমূহ। ওদের জন্যে আরো আয়োজন করা হয়েছে হ্যাকাথন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প লেখার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।এদের আগ্রহেই কিডস ক্লাবের সদস্যদের লেখা গল্প, ছড়া, কবিতা আর আঁকা ছবি নিয়ে ২০২২ সাথে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় প্রথম ডিজিটাল ম্যাগাজিন।

উইমেন'স কোর:

অনেক নারী অভিবাসী নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে পরিবারের সাথে আসেন মালয়েশিয়ায়। তাদের জন্য 'উইমেন'স কোর' প্রোগ্রামে ফ্রিল্যান্সিং কোর্স, সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এমনকি টেকনিক্যাল ট্রেনিংও দেওয়া হয়। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং সেন্টারের সাথে পার্টনারশিপ করে চালু করা হয় ডিজিটাল মার্কেটিং ও ফ্যাশন ডিজাইনের শর্ট কোর্স। অনেক নারী এখন অনলাইন বিজনেস বা রিমোট জবের মাধ্যমে আয় করছেন, এটাই আমাদের সাফল্য।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: আমাদের স্বপ্ন শুধু একটি সামাজিক নেটওয়ার্কেই সীমাবদ্ধ নয়।আমাদের লক্ষ্য হলো স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যাতে বৈশ্বিক পর্যায়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি প্রতিভাদের দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়।আমরা চাই, প্রবাসে থাকা প্রতিটি বাংলাদেশি পেশাদার, উদ্যোক্তা বা শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাসমূহ পূর্ণতা পাক, আর সেই শক্তিকে একত্রিত করে বাংলাদেশকে এগিয়ে যাক সমৃদ্ধির পথে।এজন্য আমরা কাজ করছি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে, যা বৈশ্বিক বাংলাদেশি ট্যালেন্টদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে, তৈরি করবে জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ, এবং সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের সম্পৃক্ত করবে।স্বপ্ন দেখি, একদিন এই নেটওয়ার্কই হবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইমেজ গড়ার অন্যতম চালিকাশক্তি।

প্রবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা কেবল অর্থনৈতিক অবদানই রাখছেন না, বরং সামাজিক ও মানবিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।তাঁদের নেতৃত্ব ও প্রয়াস, প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।এই সাক্ষাৎকারে আমরা তেমনই একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব, মোন্যাশ ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার অধ্যাপক সাদেকুর রহমান এর অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের গল্পগুলো তুলে ধরতে চাই, যা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

LEADING WITH VISION: LESSONS IN RESILIENCE, MENTORSHIP, AND ADAPTABILITY

Sadequr Rahman, Professor, Monash University Malaysia

BDExpats: In today's interconnected world, how do you define true leadership? What core values guide your approach to leading others?

Prof. Sadequr Rahman: I thank BD Expats for giving me the privilege of answering these questions. True leadership for me involves being able to evoke a vision that every team member can relate to----like a shining light on a hill, visible from afar, that every team member aspires to reach. In today's interconnected world that means that the light on the hill has to appeal to people from different cultures, languages and religions.

BDExpats: Can you share a significant challenge you faced in your journey and how you navigated it? What did you learn about resilience?

Prof. Sadequr Rahman: I had one pivotal challenge early in my career that I can share. My first employment was as post-doc in the University of Toronto in Canada in 1983. My mentor was a very famous and precise scientist who had worked with a Nobel prize winner.However, he also had a reputation of being very difficult to work with. We had the same shared goal (of discovering the gene for a new protein) but different strategies of getting there. I was the one doing the work but he always had advice that I usually did not take. My progress was slow and we had frequent disagreements, not only about the science but also about the outlook on life. He was quite right-wing and my socialist views must have seemed to him very immature.

As I have said, my scientific progress was slow, and my mentor frequently challenged my approach. To avoid confrontations, I adjusted my lab hours to times I expected he wouldn't be present. Frustrated, he insisted I install a landline for better communication, which I refused to do. Eventually, we had a heated disagreement in the lab, leading me to offer my resignation, which he said he would welcome.

I talked to my mother in Bangladesh before resigning and she suggested that I cool off and think about it again. My mentor also must have had a rethink. The following day I apologised to him and he accepted it. I did not change my strategy though and we achieved our goal fairly soon after that. I left Toronto (and Canada) on the best of terms with my mentor.

My time in Toronto taught me resilience. The first year was difficult—slow lab progress, frequent conflicts with my mentor, and few close friends. Still, I stayed committed to my approach, worked hard, and eventually achieved our goal, making the second year far more rewarding. Now, whenever I face challenges, I remind myself that if I got through that period, I can handle anything.

The key lesson I learned was to stay true to your strategy if you believe in it, while also being patient and open in communication. I find great comfort in the old Persian saying: "This too will pass"—a reminder that neither good nor bad times are permanent.

BDExpats: Who has been your greatest mentor or inspiration, and how did they shape your leadership style? How do you approach mentoring others?

Prof. Sadequr Rahman: I would like to take two chances at answering this question—one for mentor and one for inspiration.

My greatest mentor was my chief at CSIRO Plant Industry in Australia - a brilliant yet outspoken leader who challenged staff to justify their roles. If he saw you as you were passing by, he would stop you and ask why he should not fire you. However, he would listen to you as you tried to justify your role. Though intimidating at times, he was deeply supportive once engaged and always fair, even defending his team behind the scenes.

I was also profoundly influenced by my maternal grandmother. My Nani was widowed in her late twenties while pregnant with my mother and my mama was then five years old. Having no substantial financial support at that stage, my Nani decided to leave her conservative Muslim family background and find employment in pre-partition Kolkata, determined to provide a better future for her children. In this she succeeded and her children made the most of their opportunities. I obviously met my Nani at a much later stage of her life. She ignited in all her grandchildren a love of learning, critical thinking, and a deep respect for shared humanity beyond all differences.

BDExpats: In an era of rapid technological and societal shifts, how do you stay adaptable while staying true to your goals?

Prof. Sadequr Rahman: I must admit, I've been a slow adopter of new technology—I only embraced smartphones and social media much later than most. But I've learned that staying updated is essential, especially as younger generations adapt quickly. To avoid becoming disconnected, it's important to stay aware, particularly of tools used in communication. My current approach is to be a 'middle adopter'—when half the people around me start using something new, I consider adopting it too.

Technology is a means, not the end. Our goals may evolve, but as human beings, we often share similar aspirations later in life. This realisation of similar individual goals should inform our decisions and our interactions with others, regardless of rapid technological and societal shifts.

BDExpats: Communication is vital for leadership. What strategies do you use to inspire teams and foster collaboration across diverse groups?

Prof. Sadequr Rahman: It is vital is to have regular meetings—in person if possible or at least face-to-face. Human beings communicate both orally and visually and misunderstandings can arise if the visual component is missing and oral aspect is not clear.

BDExpats: Leaders often face high-pressure decisions. How do you approach complex choices, and what principles ensure you stay grounded? What questions do you ask yourself regularly to ensure continuous growth as a leader?

Prof. Sadequr Rahman: I am not sure my strategy is the best but for complex choices, I leave the decision until the last minute if possible as this may allow one to obtain more information. Another useful consideration for me is risk analysis—what are the worst consequences of decision A and how likely are they versus the worst consequences of decision B and how likely are they. We tend to avoid decisions that could lead to catastrophic consequences even if they are unlikely.

I think one should always stay humble and always learn. Monash University's motto 'Ancora imparo' ("I am still learning") resonates with me.

BDExpats: How has your Bangladeshi heritage and expat experience influenced your leadership perspective? For expats striving to build supportive communities abroad, what steps would you recommend?

Prof. Sadequr Rahman: It is likely to be a combination of my heritage and my genetics but I am quite conflict-averse. I think this is common among us Asians. To quote the ancient Chinese strategist Sun Tzu 'The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.' Open conflict should be avoided if possible. Ideally, we should try for a win-win situation and we should always give our opponent room to retreat while saving face. We should also consider this option for our self. If conflict cannot be avoided then one should consider the 'nuclear' option—go in with as much force as possible to reduce the time of conflict.

For expats, my suggestion is to interact and build alliances with the broader community as much as possible. Living in physical or mental ghettos, where you only mix with your own, is not a good long-term strategy.

BDExpats: If you could share one piece of wisdom with aspiring professionals, what would it be?

Prof. Sadequr Rahman: Be sceptical of popular opinion, get as much information as possible and trust your God-given intelligence to come to a decision.

মোঃ সাঈদুর রহমান ফারাজী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিবিএল মানি ট্রান্সফার এসডিএন বিএইচডি

প্রবাসী আয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সম্ভাবনা ও করণীয়

বিডিএক্সপ্যাটস: প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

মোঃ সাঈদুর রহমান ফারাজী: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে ওয়েজ আর্নার রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং উন্নত জীবনের আশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমাচ্ছে।এই অভিবাসন থেকেই গড়ে উঠেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ, যা বর্তমানে বিশ্বের বহু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান দুটি উৎস হলো রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী আয়।বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবেলায় রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রবাসী আয় সহজেই বাড়ানো সম্ভব।যেহেতু রেমিট্যান্স সরাসরি প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে আসে এবং এই খাতটি সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণেও আনা সম্ভব, তাই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রবাসী আয় বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের মুদ্রা ছাপাতে পারলেও, বৈদেশিক মুদ্রা ছাপানো সম্ভব নয়।সে কারণে স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে প্রবাসী আয় বৃদ্ধিই সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হতে পারে।এখনই সময়, এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর।

বিডিএক্সপ্যাটস: বর্তমানে আমরা কী পরিমাণ রেমিট্যান্স পাচ্ছি এবং আমাদের সম্ভাবনা কতটুকু?

মোঃ সাঈদুর রহমান ফারাজী: বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪৮ লাখ বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গেছেন।যদিও এই সংখ্যায় ইতোমধ্যে ফিরে আসা ব্যক্তিদের হিসাব নেই, ধরা যাক এখনো ১ কোটি প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন।যদি প্রত্যেকে মাসে গড়ে মাত্র ৫০০ মার্কিন ডলার ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠান, তাহলে বছরে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় হওয়ার কথা প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই আয় দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৪ বিলিয়ন ডলারে, যা সম্ভাব্য মোট আয়ের মাত্র ৪০%। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে বাকি প্রায় ৬০% রেমিট্যান্স হুন্ডি বা অনানুষ্ঠানিক পথে দেশে প্রবেশ করছে।সরকার রেমিট্যান্সে ২.৫% ইনসেন্টিভ দিলেও, সেটি এখনও উল্লেখযোগ্য হারে প্রবাসী আয় বাড়াতে সক্ষম হয়নি।তাই প্রবাসী আয়ের প্রকৃত সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আরও কার্যকর নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিডিএক্সপ্যাটস: এই হুন্ডির প্রবণতা রোধে কী ধরনের স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?

বর্তমানে প্রবাসী রেমিট্যান্সের মাত্র ৪০% আসছে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে। এই হার ৭০-৮০ শতাংশে উন্নীত করতে চাইলে স্বল্পমেয়াদে কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।প্রথমত, প্রবাসী রেমিট্যান্সের টাকা-ডলার রেট দেশভিত্তিক নির্ধারণ করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের হুন্ডি রেটের চেয়ে ব্যাংকিং রেট বেশি থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে সেখানকার হুন্ডি রেট বিবেচনায় টাকা-ডলার রেট নির্ধারণ করতে হবে।একই নীতি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহারাইন, ইতালি, সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবাসী দেশেও প্রয়োগযোগ্য।

এই দেশভিত্তিক রেট প্রতিদিন মনিটর ও প্রয়োজনে আপডেট করতে হবে।হুন্ডি রেট সংগ্রহে স্থানীয় বাংলাদেশ দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশি ব্যাংকের রেমিট্যান্স হাউজের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া, ব্যাংকগুলোকে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আহরণের পৃথক রিপোর্টিং সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে এগ্রিগেটরদের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সও দেশভেদে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা যায়।এর ফলে প্রতিটি ব্যাংক একটি ওয়েটেড এভারেজ রেট নির্ধারণ করতে পারবে, যা তাদের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে ডলার মূল্য নির্ধারণে সহায়ক হবে।

বিডিএক্সপ্যাটস: দীর্ঘমেয়াদে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য আপনার সুপারিশ কী?

মোঃ সাঈদুর রহমান ফারাজী: হুন্ডির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ দামে ডলার কেনা সম্ভব নয়, কারণ তা অভ্যন্তরীণ বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।সর্বোচ্চ ৩-৫ বছর পর্যন্ত এ পন্থা গ্রহণযোগ্য।এই সময়ের মধ্যে প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

একইসঙ্গে দেশে ও প্রবাসে প্রবাসীবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে রেট তুলনামূলক কম হলেও প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারে আগ্রহী থাকেন।এর জন্য বিদেশি চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক তৈরি, কম খরচে বৈধভাবে বিদেশে প্রেরণ এবং বৈধ অভিবাসনের সুযোগ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

যদি সকল প্রবাসী বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠান, তাহলে দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে।প্রথমত, আমদানির ব্যয় মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যথেষ্ট থাকবে।দ্বিতীয়ত, ট্রেড ঘাটতি না থাকলে রিজার্ভ আরও বাড়বে এবং টাকার মানও শক্তিশালী হবে।তৃতীয়ত, অবৈধ অর্থপাচার কমে যাবে–যা দেশের উন্নয়নে সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

Wasim Reza, Group Chief Technology Officer, Medi-link Global

INDUSTRY IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

BDExpats: In your view, which industries or business areas are likely to be transformed the most by AI in the next 3 to 5 years? And as organizations scale up their use of AI, how can they tackle critical challenges like bias, transparency, and accountability?

Wasim Reza: AI is set to radically reshape industries like healthcare—especially in diagnostics, personalized medicine, and medical claims processing, where it can automate validation, detect fraud, and improve efficiency. Tools like NLP and machine learning will also enable faster, more accurate data extraction from medical records. Finance will benefit from enhanced fraud detection and smarter trading algorithms, manufacturing will see gains through smart automation, and retail will become more data-driven with personalized marketing and inventory optimization. Business functions such as customer service, supply chain, and data analysis are also being streamlined through AI. To tackle issues like bias and accountability, organizations need to work with diverse, representative data, implement explainable AI models, conduct regular audits, and build clear governance structures. Involving cross-functional teams and ensuring ongoing human oversight are key to deploying AI ethically and responsibly at scale.

BDExpats: What are the key technical skills that teams need to succeed in today's AI-driven landscape?
Wasim Reza: Today's AI teams need a mix of specialized and adaptable skills. Prompt engineering is becoming essential for crafting effective inputs for large language models. Fine-tuning pre-trained models like BERT or GPT is important for adapting them to specific use cases. MLOps tools like Docker, Kubernetes, and MLflow are vital for deploying and maintaining AI systems. Data engineering is critical for curating clean, labelled datasets. Explainable AI (XAI) is another crucial skill set—helping teams build transparent and fair systems. And with AI security becoming a growing concern, teams need to understand threats like adversarial attacks and data poisoning. Soft skills also matter: cross-functional collaboration, ethical awareness, and domain knowledge all contribute to successful AI adoption.

BDExpats: With tools like ChatGPT becoming more widespread, what safeguards should companies put in place to prevent issues like misinformation or intellectual property theft? Also, in your opinion, when should AI augment human decision-making, and where can it operate autonomously?
Wasim Reza: Safeguards start with robust content monitoring, AI output filters, and clear usage policies. Companies should ensure human oversight, conduct regular audits, and provide employee training to encourage responsible use. To protect against IP theft, they should enforce strict data access controls, avoid entering sensitive data into public AI systems, and opt for enterprise-grade tools with built-in privacy protections. Legal frameworks around AI use and IP rights are equally important. As for decision-making, AI should augment humans in complex, high-stakes areas—like healthcare, law, and finance—where ethical context and human judgment are critical. AI can operate autonomously in low-risk, repetitive tasks such as data entry, customer support, and basic quality checks, boosting efficiency and freeing up human time for more strategic work.

BDExpats: How does your organization approach Zero Trust implementation, and what technical hurdles come up during deployment?

Wasim Reza: Our Zero Trust strategy focuses on verifying identity with MFA, enforcing least privilege access, and using micro-segmentation and continuous monitoring to secure all resources—wherever they're accessed. Challenges arise with legacy systems that aren't Zero Trust-ready, user friction from tighter access controls, and the complexity of configuring detailed policies. Gaining full visibility across hybrid environments is also tough. We've found that a phased rollout, combined with strong IAM integration and unified security platforms, helps us manage these challenges effectively.

BDExpats: How do you see AI playing both a defensive and offensive role in cybersecurity?
Wasim Reza: AI is a powerful tool—but it's being used on both sides of the cybersecurity battlefield. Defensively, it helps detect anomalies, automate threat intelligence, flag insider threats through behavioral analytics, and respond to incidents faster using SOAR tools. Offensively, malicious actors are using AI to generate deepfakes for impersonation, craft adaptive malware, and scale social engineering through natural language models. Automated tools are also being used for scanning and exploiting vulnerabilities. Staying ahead requires ethical AI use, constant model monitoring, and red teaming to test defenses regularly.

BDExpats: What tools, frameworks, or platforms do you consider indispensable for AI and cybersecurity workflows?
Wasim Reza: On the AI side, PyTorch and TensorFlow are foundational for model development, and Hugging Face is excellent for pre-trained NLP models. LangChain is useful for securely orchestrating large language models. In MLOps, we rely on MLflow and Kubeflow for tracking and deployment, and Seldon Core for secure model serving. For cybersecurity, Elastic SIEM is great for AI-powered log analysis, and platforms like Darktrace and CrowdStrike Falcon bring behavioral AI to endpoint protection. Data privacy is supported by Apache Spark for secure data processing and Microsoft's Presidio for PII anonymization. Red teaming tools like the Adversarial Robustness Toolbox (ART) and MITRE's Caldera help simulate attacks and strengthen defenses. And for automation, SOAR platforms like Splunk Phantom and TheHive help streamline incident response.

BDExpats: Which emerging technology is currently overhyped, and where should businesses really be focusing?
Wasim Reza: Web3 and the metaverse are a bit overhyped right now. Web3 promises decentralized control, but it's still struggling with scalability and regulation. The metaverse, while interesting, hasn't found strong business applications outside of gaming and virtual events. Instead, businesses should focus on AI and automation, which are already delivering real value. Cybersecurity is another top priority, especially with today's evolving threat landscape. Cloud and edge computing are improving scalability and responsiveness, and advanced analytics is helping drive better decision-making. The key is to invest in technologies that solve practical problems today rather than chasing buzzwords.

BDExpats: Any final thoughts to wrap up our discussion on AI?
Wasim Reza: My closing thought is on Augmented AI—an approach where AI amplifies human intelligence rather than replacing it. It's the most balanced and effective way to harness AI right now. Augmented AI combines the speed and precision of machines with the ethics, creativity, and contextual understanding of humans. It enhances decision-making, especially in complex domains like healthcare and cybersecurity, while reducing risks by keeping humans in the loop. It's also easier to adopt, since it builds on existing systems rather than replacing them. Ultimately, Augmented AI helps us work smarter, automating routine tasks while keeping the human touch at the heart of innovation.

Md Fawwaz Ammar Sinan, Student, Taylors' International School

AN ODE TO THE BDEXPATS KIDS' CLUB

The BDExpats Kids Club, launched in 2019, grew from casual meetups into a vibrant community offering workshops, cultural events, and creative activities that boosted kids' confidence and skills. It became a cherished space for learning, friendship, and fun, especially during the COVID-19 lockdown.

From Playdates to Purpose: The Birth of a Kids' Club

The BDExpats Kids Club, ever since its inception and birth in 2019, has always provided us with a never-ending deluge of activities and opportunities to socialize and interact with each other. Before 2019, we were nothing more than a ragtag bunch of children, united solely through our parents being members of the BDExpats community. Over time, however, we gained attention and we were given small, low-profile, mini events such as coloring competitions, fashion shows, and even performances on stage, which undoubtedly helped us children gain confidence in public and overcome social awkwardness.

Locked Down, But Opened Up: The COVID Creative Boom

The kids club really started to pick up during the COVID-19 lockdown with multiple workshops open for children of all ages, some of which were the Scratch and Python coding courses, a smart calculation workshop, and a chess workshop taught by a Bangladeshi chess grandmaster. The chess workshop in particular stood out as it helped us all learn the basics of chess, such as keeping control of the center, developing pieces, and different endgames.

The smart math workshop was also very memorable as we learned tips and tricks to do mental math quicker and more efficiently.The Python courses taught us the ABCs of coding, such as writing basic programs, the parts of what makes up a piece of code, and different programming fundamentals.

The most popular one turned out to be the Youth Hub and BDExpat joint Scratch workshop, where we learnt pseudocode.

All of these courses proved to be extremely popular amongst the Kids Club members, and I participated in most of them. These workshops provided a very amiable way to pass the long hours during the lockdown while also learning useful skills. Ever since then, our numbers have only grown exponentially. We also published an in-house magazine where we contributed work such as poems and art pieces. Alongside this we had numerous art competitions every year during the 21st February competition. These competitions were taken extremely seriously, with prizes and judges. I remember racing against the clock to finish my piece one particular year when I was determined to win against all of my friends. On one or two occasions we have even collaborated with Youth Hub to celebrate Eid.

More Than a Club: A Circle of Friendship and Fun

I have met some of my closest friends through this club, and I have no doubt others could say the same. This Kids Club provides us with a valuable and safe social space where we can spread ideas, thoughts and get to know people. I truly hope that this club continues to flourish so that many years from now we can look upon these times and smile with the warmest regards.

আফরীন জাহান, গবেষক, ইউনিভার্সিটি মালায়া

বিডি এক্সপ্যাটস উইমেন'স কোর নারীর সহযাত্রায় নারী

ভিনদেশে বসবাসরত আমাদের মাঝে প্রায়শই একটা হাহাকার তৈরি হয়।দেশীয় সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানের অভাব, নতুন বিদেশি সংস্কৃতির সাথে অভিযোজন, আর ভাষা এবং ঐতিহ্যের অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে এই হাহাকার।তাই আমরা যে দেশেই থাকি না কেন, সেখানেই এক টুকরো বাংলাদেশ তৈরি করার প্রয়াস চালাই। এই অনুভূতি থেকেই ২০২২ এ বিডিএক্সপ্যাটস উইমেন'স কোর সৃষ্টি হয়। যদিও মেয়েরা এর আগেও সবসময়ই বিডিএক্সপ্যাটস এর যে কোন অনুষ্ঠানে সমভাবে আমন্ত্রিত ছিল আর বিডিএক্সপ্যাটস আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা নববর্ষ অনুষ্ঠানমালায় মেয়েদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা সেই বিশেষ দিনগুলোকে মুখরিত করতো, তারপরও নারী সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করতে ও প্রয়োজনীয় বিকাশের কথা মাথায় রেখেই উইমেন'স কোরের সূচনা।

মনের কথা বলার জায়গা থেকে শক্তি খোঁজার শুরু

আমরা সবাই জানি, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত নারীরা কেউ হয়ত চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পরিবারের সাথে এসেছেন, কেউ হয়ত কর্মস্থল এবং সংসার দুহাতে সামলাচ্ছেন আবার কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার্থেও এসেছেন। ক্ষেত্র যাই হোক সবারই দিবারাত্রি কাটে তুমুল ব্যস্ততায়; সন্তানের খেয়াল করতে গিয়ে মায়েরা কিংবা ক্যারিয়ারের চাপে নারীরা, প্রায়শই নিজেদের যত্ন নিতে ভুলে যান। কাজকে প্রাধান্য দিয়ে কমবেশি আমরা সবাই স্বাস্থ্যসচেতনতাকে দূরে ঠেলে রাখি।পরিবারের সবার আরাম ও কল্যাণের আয়োজনে করতে গিয়ে নারীর আর নিজেকে বাহবা অথবা উৎসাহ দেয়া হয়ে ওঠে না।নিজের জন্য কিছু করার স্পৃহা, সমাজে কোন অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা, অনেকেরই মনে বুদ্বুদ তোলে কিন্তু পেশাদার পরামর্শ নেয়ার ক্ষেত্রে সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।বিদেশি সংস্কৃতির সংস্পর্শে বড় হচ্ছে আমাদের সন্তানেরা।কখনো কখনো মায়েদের কাছে তাদের অচেনা লাগে।অজানা দুশ্চিন্তা ভর করে ভাবনায়; আলাপচারিতা আর পরামর্শের জন্য অন্য মায়েদের দরকার হয়।এমনি নানা অবস্থার কথা ভেবে নারীদের নিয়ে নারীদের জন্য যাত্রা শুরু হয় উইমেন'স কোরের।

যাত্রা যাদের হাত ধরে, শক্তি যাদের পাশে

ড. লুবনা আলম, ড. তানিয়া ইসলামের হাত ধরে এই যাত্রা শুরু হলেও একে একে মিছিলে যোগ দিয়েছেন অনেকেই।এই নারী সংগঠনের মূলমন্ত্র হল সংহতি এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রতিফলন, ক্যারিয়ার এবং দক্ষতা উন্নয়ন, পেশাদারিত্ব বিকাশের জন্য পরামর্শদান কর্মসূচি, বিদেশে ব্যবসা শুরু করার জন্য উদ্যোক্তা সহায়তার পাশাপাশি একটি নতুন পরিবেশে আত্মীয়তা এবং বিকাশের যাত্রাকে আলিঙ্গন করা।

উইমেন'স কোরের উল্লেখযোগ্য প্রয়াসসমূহ:

- প্রথম পদক্ষেপ ছিল ৮ ই মার্চ, ২০২২।এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৯ টায় "অপরাজিতা" শিরোনামে একটি ভার্চুয়াল ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল।আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ -এর প্রতিপাদ্য "ব্রেক দ্য বায়াস" এই থিমটি কে সামনে রেখে অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি নারীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরে নারীদের অনুপ্রাণিত করা।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বেদৌরা নাজনীন ঈশিতা এবং এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সহধর্মিণী ম্যাডাম তাসলিমা সারওয়ার। তিনি সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদানের ভারসাম্য রক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন তার বক্তব্যে।প্রবাসী নারীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে রঙিন করেছিল।অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপার উইমেন ভূষিত করে ৬ জন নারীর সফলতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

- দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিডিএক্সপ্যাটস উইমেন'স কোর, ইয়ুথ হাব এবং চিটাগাং উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (CWCCI) সম্মিলিতভাবে একটি বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করে। অনলাইন কর্মসংস্থান এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের উপর আলোকপাত করে এই অনুষ্ঠানটি ২০২২ এর ১৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। বেসিক ফ্রিল্যান্সিং এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক কোর্সের ঘোষণাও আসে সেই ধারাবাহিকতায়।
- উইমেন'স কোরের সর্বশেষ আয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন।১১ই মার্চ, ২০২৩ জি টাওয়ার, কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনটি যৌথভাবে আয়োজন করে উইমেন'স কোর, লেস্টারি, ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার নারী সদস্যরা এবং ওডব্লিউএসডি (ইউনেস্কো অন্তর্ভুক্ত সংস্থা)।এই দিনে মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী কর্পোরেট এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সফল বেশ কয়েকজন নারীকে সম্মানিত করা হয়। সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে তরুণ আইটি বিশেষজ্ঞ কামরুন্নাহার তোফার পরিবেশনা ছিল সময়োপযোগী ও আলোকিত।মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় গান, কবিতা, আর নৃত্য ছিল যেন এক অভূতপূর্ব সন্ধ্যার সাক্ষী।

সময় বদলায়, বন্ধন থাকে

সময় বয়ে যায়।২০২৫-এ এসে পেছনে তাকালে দেখতে পাই অনেক সদস্য পাড়ি দিয়েছেন ভিন্ন দেশে বা বাংলাদেশে।এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতেই হবে, উইমেন'স কোরের সবচেয়ে উৎসাহী অগ্রণীই কানাডা প্রবাসী হয়েছেন।এই যাওয়া-আসার চিরন্তন প্রবাহ নিয়েও আসুন আমরা একসাথে এই উদ্যোগকে সফলভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই।নতুন প্রবাসীদের জন্য যেন বিডি এক্সপ্যাট উইমেন'স কোর একটা সাহসী ও শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে টিকে থাকতে পারে, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

Pranab Kumar Ghosh, First Secretary (Commercial), Bangladesh High Commission in Malaysia

BANGLADESH-MALAYSIA TRADE AND INVESTMENT: A STRATEGIC PARTNERSHIP FOR THE FUTURE

Introduction

Bangladesh and Malaysia have come a long way to consolidate their bilateral relations on a broader spectrum since the establishment of diplomatic ties between the two countries after Malaysia recognized Bangladesh, as the first country in South East Asia, on 31 January 1972. Geographical proximity and shared cultural & religious values bonded Bangladesh and Malaysia in a strong thread over the years. The innovative and hardworking people of Bangladesh have also contributed significantly to bringing Malaysia and its friendly people much closer in recent decades. Moreover, the socioeconomic development achieved by Bangladesh has also made Bangladesh an important mutually beneficial partner for Malaysia. Both countries share common views on a wide range of international issues, as the common members of several international organizations such as the United Nations, Organisation of Islamic Cooperation, Developing-8, Group-77, ASEAN Regional Forum, and Commonwealth.

Bilateral Trade between Bangladesh and Malaysia

Malaysia is Bangladesh's 30th-largest trading partner and 20th-largest export destination, while Bangladesh ranks as Malaysia's second-largest trade partner in South Asia. However, trade between the two countries has been imbalanced, with Bangladesh importing significantly more than its exports. Recent trends indicate gradual increase in exports narrowing down the trade imbalance.

During the recent official visit of Malaysian Prime Minister Dato' Seri Anwar Ibrahim to Bangladesh on 4 October 2024 at the invitation of his long-term friend, Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus, the Chief Adviser of the Interim Government of Bangladesh, the two leaders expressed their firm commitment to revitalize the long-standing bilateral relations between Bangladesh and Malaysia, and discussed potential areas of collaboration, especially how to increase cooperation in the trade and investment.

In FY 2023–24, Bangladesh exported goods worth USD 293.51 million to Malaysia—dominated by knitwear (USD 132.3M), woven garments (USD 81.1M), along with vegetables, food & beverage and footwear. In contrast, Bangladesh imported goods worth approximately USD 2.6 billion, largely comprising mineral fuel (USD 1.77B), vegetable oils (USD 282M), and machinery.

Bangladesh currently benefits from zero duty on 197 tariff lines under Malaysia's Duty-Free Quota-Free (DFQF) scheme. Negotiations are ongoing for additional concessions under the Global System of Trade Preferences (GSTP), particularly for products like ceramics, footwear, tea, spices, leather, and accumulator batteries.

Export Products Diversification

Bangladesh has significant potential to increase its exports to Malaysia by diversification of export items. The combination of zero import duties, existing networks, and rising consumer demand provides a favourable environment for Bangladeshi exporters to thrive in the Malaysian market. Strategic efforts to enhance product quality, branding, and distribution channels will be crucial to maximizing these opportunities. Here are five potential Bangladeshi export items that have both supply-side strengths and promising demand-side opportunities in the Malaysian market:

- Modest Fashion: Bangladesh's strong RMG industry and zero-duty access to Malaysia under the DFQF scheme position it well in this segment. The growing fashion awareness among Malaysia’s young Muslim consumers creates strong demand for modest apparel, making it a promising export category.

- Jute and Jute Bags: As one of the world's leading jute producers, Bangladesh has both the capacity and product variety to serve global markets. With Malaysia increasingly adopting eco-friendly practices, demand for biodegradable jute bags is on the rise, offering a valuable niche for Bangladeshi exporters.
- Mango: Bangladesh produces premium-quality mangoes that are already popular among the diaspora. The presence of a large Bangladeshi community and Bangladeshi-owned retail outlets in Malaysia makes market access easier and supports higher consumption.
- Spices: Well-known Bangladeshi spice brands like SQUARE and PRAN are already available in Malaysia, providing a familiar taste to ethnic consumers. The steady demand in ethnic markets and strong distribution through Bangladeshi retailers present a ready platform for further growth.
- Footwear; Bangladesh's efficiency and growing capacity in footwear production enable competitive exports. As Malaysian consumers seek stylish yet affordable footwear, Bangladeshi products can cater to this emerging demand segment effectively.

Malaysian Investment in Bangladesh

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim's visit to Bangladesh in October 2024 revitalized investment momentum. Malaysia now ranks as the 9th largest investor in Bangladesh, with USD 786.19 million in total FDI as of September 2024, spanning sectors like telecommunications, power, IT, textiles, and construction. Key players include Robi-Axiata Ltd and Edra Bangladesh.

About 400 Malaysian companies operate in Bangladesh. Investment promotion is actively supported by the Bangladesh High Commission in Kuala Lumpur, especially in Special Economic Zones (SEZs). Bangladesh has also proposed a dedicated Malaysia Economic Zone to attract further investment, offering access to a 170-million-strong market.

Existing bilateral agreements—such as the Avoidance of Double Taxation (1983) and Investment Protection Treaty (1994)—ensure a secure investment environment. With its strategic location and liberal policies, Bangladesh offers strong potential in RMG, renewable energy, IT, healthcare, agro-processing, and tourism.

As Malaysia transitions to a knowledge-based economy, labour-intensive industries may need to be relocating in near future. Bangladeshi workers' reputation for diligence and adaptability further enhances Bangladesh's appeal for Malaysian investors. A government-approved SEZ for Malaysia could significantly strengthen bilateral economic ties. Recently the Government of Bangladesh organized an Investment Summit which offered ample opportunities to the potential investors to explore various sectors of investment. Relevant documents of the summit are available in https://bida.gov.bd/ and https://summit.bida.gov.bd/ .

Bangladeshi Investment in Malaysia

The economic ties between the two countries are primarily characterized by Malaysian investments in Bangladesh. However, there is at least one instance of a Bangladeshi company investing in Malaysia. Akij Group, a prominent Bangladeshi conglomerate, has made a significant cross-border investment by acquiring two Malaysian companies namely Robin Resources and its subsidiary Robina Flooring in 2018. This acquisition, valued at $77 million, marked the first cross-border investment by a Bangladeshi company and involved the production of reconstituted wood products, which are exported to about 60 countries.

Areas of Future Collaboration

- **Free Trade Agreement**: Bangladesh is awaiting Malaysia's response to formally begin Free Trade Agreement (FTA) negotiations aimed at enhancing bilateral trade. Although talks began in 2010 with chief negotiators appointed, progress has been slow.

The initiative gained renewed momentum during the Malaysian Prime Minister's visit to Dhaka in October 2024, where both sides stressed the urgency of concluding the FTA. A preliminary virtual meeting on 6 March 2025 was held, and a draft Terms of Reference is expected to be shared soon, with both parties agreeing to hold a technical meeting in the near future.

- **Halal Trade**: Malaysia, ranked No.1 in the Global Islamic Economy Indicator for 10 consecutive years, is well-positioned to support Bangladesh in developing a strong halal ecosystem. Through collaboration with JAKIM and HDC, Malaysia can help establish halal authorities and hubs in Bangladesh. The Bangladesh High Commission has proposed a "Halal Corridor" to jointly tap into the USD 3 trillion global halal market. With JAKIM's recognition of Bangladesh's Islamic Foundation as a certifying body, Bangladeshi producers can confidently pursue halal trade opportunities.
- **Joint Business Council**: A Joint Business Council (JBC) serves as a vital platform for private sector dialogue and collaboration on bilateral economic issues. Malaysia currently has JBCs with several countries, and the formation of a Bangladesh-Malaysia JBC is underway. Facilitated by relevant ministries and chambers, including FBCCI and NCCIM, this council will help businesses explore new markets and strengthen trade ties. A draft MoU has been agreed upon, and further steps are in progress.
- **Semiconductor Industry**: Malaysia, a global semiconductor leader with 13% of the world's back-end market share, contributes 5.5% to its GDP and 37% to exports. Through initiatives like the National Semiconductor Strategy, it's advancing into chip design and fabrication. Bangladesh, in the early stages of semiconductor development, seeks to leverage Malaysia's expertise in ecosystem building, talent development, and joint ventures. The Bangladesh High Commission is actively engaging with Malaysian stakeholders to foster collaboration in design, testing, training, and industry-standard factory development.
- **Agricultural Cooperation**: Agriculture offers strong potential for deeper Bangladesh-Malaysia cooperation, especially amid global food security challenges. Malaysia is keen to collaborate on palm oil and high-value crops, while Bangladesh brings strengths in climate-resilient farming and agro-processing. The Bangladesh High Commission is working with Malaysian institutions to advance joint initiatives. Key areas include:
  - Rubber sector development, in partnership with the Malaysian Rubber Board, focusing on sustainable cultivation, yield improvement, and traceability.
  - Rice trade and crop diversification, with Bangladesh offering high-yield, flood-tolerant, and aromatic rice varieties for Malaysia's food diversification strategy.

Strategic Partnering Scopes:

- Diversification of Bilateral Trade: Enhanced agri-cooperation would move the trade relationship beyond traditional sectors, reducing overdependence on any single commodity and increasing trade stability.
- Technology and Knowledge Transfer: Collaboration in digital agriculture, traceability, and R&D can elevate the productivity and global competitiveness of Bangladesh's agricultural sector.
- Food Security and Climate Resilience: Joint agricultural research and innovation can support both countries' adaptation to climate change, contributing to regional food security and supply chain robustness.

As both Bangladesh and Malaysia pursue inclusive growth underpinned by sustainable practices, agriculture emerges as a strategic sector for policy-driven cooperation for strengthening institutional linkages, co-investing in innovation, and aligning agri-trade policies, which will be crucial in realizing the full potential of this partnership.

Initiatives to Promote Trade & Investment in 2024

In 2024, Bangladesh High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia remained proactively engaged in promoting its trade and investment interests with Malaysia and engaged with various stakeholders. The High Commission organized 16 (sixteen) networking meetings and interactions with different Ministries, Departments, State Governments, Business Chambers, and investment authorities where trade facilitation and investment opportunities in Bangladesh were highlighted and collaboration options with the Mission were positively discussed. Also, at the initiative of Mission, Bangladesh attended Ten (10) International Trade Fairs in the year 2024 in the fields of halal economy, tourism, food & beverage, gifts items and machineries. The High Commission also participated in the Sabah International Blue Economy Conference held on 19-20 September 2024 in Sabah State, Malaysia.

Key challenges and way forward

Malaysia's top imports—electronics, petroleum products, machinery, and chemicals—are mostly outside Bangladesh's current export capacity, emphasizing the need for product diversification. In FY 2023–24, only 20 out of 62 Bangladeshi export categories surpassed USD 1 million.

Many competing countries enjoy preferential tariffs through Malaysia's FTAs with 22 nations, including China, India, and Japan. A comprehensive Bangladesh-Malaysia FTA covering goods, services, and investment could enhance market access, attract investment, and diversify exports.

Currently, no regular platform exists for bilateral business engagement. Associations like FBCCI, BGMEA, and BMCCI could bridge this gap by launching a joint trade mission and formalizing a Joint Business Council.

Future Endeavour

Bangladesh maintains strong and friendly ties with Malaysia, a major Southeast Asian economy. The Bangladesh High Commission in Kuala Lumpur actively promotes economic diplomacy, facilitating business participation in Malaysian trade fairs and expanding access to the ASEAN market. It also engages with federal and state governments to boost cooperation in agriculture, digital economy, halal trade, logistics, education, and culture.

A key initiative is the formation of the Bangladesh-Malaysia Joint Business Council, supported by both countries' ministries and chambers. The High Commission has also signed a cooperation MoU with the Sarawak Business Federation.

To further strengthen ties, Bangladesh plans to open Consulates General in Penang and Johor Bahru. These steps, along with Malaysia's support for Bangladesh's ASEAN integration, pave the way for deeper bilateral collaboration.

Conclusion

Malaysia regards Bangladesh as a vital trading partner in South Asia, recognizing its growing economy and strategic location. Conversely, Bangladesh views Malaysia as a gateway to the ASEAN markets, making their partnership mutually strategic and poised for significant growth. This growth is driven by expanding trade, increasing investments, enhanced economic diplomacy, and ongoing efforts toward a Free Trade Agreement (FTA). The partnership offers vast opportunities for economic development, export diversification, and cooperation in key sectors such as technology, renewable energy, and halal products.

The Bangladeshi expatriate community in Malaysia plays a crucial role as a bridge in promoting trade and investment. Their unique position enables them to facilitate business linkages, share market knowledge, and foster entrepreneurship, thereby strengthening economic and social ties. Active engagement by the diaspora, alongside government and private sector initiatives, will be key to unlocking the full potential of this partnership. Together, Bangladesh and Malaysia can achieve sustainable growth and shared prosperity, with the Bangladeshi community in Malaysia serving as a powerful catalyst in this journey.

Shah Newaz Khan Reza, Head of Commercial Excellence, Malaysia & Singapore, Sandoz / Novartis

CONQUERING THE CHALLENGES OF EXPATRIATION

For much of my career, I was committed to build my professional journey in Bangladesh, this was driven partly by a strong sense of purpose and partly by personal and family responsibilities. However, a moment came when I was faced with a pivotal decision - and I chose to step out of my comfort zone. At that time, a trusted mentor, who had extensive experience as an expatriate, played a key role in shaping my decision. I still remember his words - "The journey will be complex, but the personal and professional growth it offers is unmatchable". Looking back now, I can wholeheartedly say - he was right. Expatriation is a life-changing experience worth embracing.

Adapting to Uncertainty

Relocating abroad as an expatriate introduces a unique mix of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. In many ways, it is even more demanding than permanent migration. Expat life is defined by continuous transition, making adaptability one of the most essential skills for success. For anyone preparing to take this step, it's critical to acknowledge and prepare for these complexities - not only on a professional level but personally, too.

Establishing Effective Working Relationship

One of the first challenges expatriates face is adapting to new professional environments. Initially, you may be viewed as an outsider with limited knowledge of the local context. Building credibility and trust takes time and effort, and success relies heavily on intercultural competence. In my current team, we represent seven different nationalities across three continents. Navigating cultural differences and finding common ground has been essential in fostering a collaborative and supportive environment. This means going beyond cultural do's and don'ts - understanding communication styles, decoding non-verbal cues, and appreciating subtle differences in workplace norms. Immersing yourself in the local culture can be incredibly helpful. It not only aids in communication but also transforms what may seem like daunting challenges into meaningful experiences.

Embracing Change and Developing Resilience

The learning curve in a new country is steep, particularly when adjusting to a new operational rhythm and workplace culture. Many expatriates, driven by a desire to deliver quick results and create impact, may push too hard, too fast. However, this approach can backfire, leading to resistance from stakeholders and put unnecessary pressure on you. It's important to slow down, observe, and earn the trust of your colleagues and stakeholders. Resilience becomes your greatest ally. Expat burnout is a real and often overlooked issue. The pressure of adapting, performing, and adjusting to a new lifestyle can be overwhelming. Work stress combined with unfamiliarity can create a mental toll. Prioritizing self-care and social well-being is vital—and this brings me to the next point.

Rebuilding Social Circle

One of the most emotionally challenging aspects of expat life is leaving behind familiar support networks. The sense of isolation can be profound, especially in the early stages. Establishing a new social circle is not just helpful; it's essential for a fulfilling expatriate experience. Joining expat communities, clubs, or interest-based groups is a great way to meet new people and build a sense of belonging. These spaces offer familiarity and practical support while easing the cultural adjustment process. Such engagement not only helps build a sense of purpose outside of work but also supports mental well-being and reduces the risk of burnout.

Final Thoughts

The life of an expatriate is an exciting and often unpredictable journey-filled with cultural intricacies, bureaucratic challenges, legal complexities, and the balancing act of managing expectations at home and abroad. Thriving in this environment demands awareness, preparation, and adaptability. Despite the challenges, the skills you develop - resilience, agility, cross-cultural collaboration, and effective communication - are incredibly valuable. Expatriation isn't just a career move; it's a life experience that enriches both your personal and professional horizons.

ড. তানিয়া ইসলাম, মেডিকেল লেকচারার, ইউনিভার্সিটি মালায়া

নারী স্বাস্থ্য: সচেতনতা ও করণীয়

প্রত্যেক মানুষেরই নিজের যত্ন নেওয়া উচিত, এবং স্বাস্থ্য বলতে কেবল শারীরিক নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও বোঝায়, এটা মনে রাখা খুব জরুরি।মনের ব্যথা চোখে দেখা যায় না বলে আমরা প্রায়শই মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে অবহেলা করি।"সংসার সুখী হয় নারীর গুণে", "যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে", "আমি নারী, আমি সব পারি" - ছোটবেলা থেকেই এইসব কথা শুনতে শুনতে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মহিলাই সবসময় সুপার উইমেন হওয়ার চেষ্টা করেন।যেন সবার দশটা হাত থাকে, আর তাতে ঘরের-বাইরের সব কাজ একাই সামলে নিতে পারেন, এমনটাই যেন প্রত্যাশা।গৃহিণী হোক বা কর্মজীবী নারী, এই অবাস্তব প্রত্যাশা দুজনের জন্যই অতিরিক্ত বোঝা।এই 'সব পারার' প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।অতিরিক্ত চাপ একসময় সবচেয়ে কর্মঠ মানুষকেও ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তোলে।এর গভীর প্রভাব পড়ে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর।

বাংলাদেশি নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য:

দেশ ও প্রবাসে দ্বৈত চ্যালেঞ্জ এর কারণে বাংলাদেশি নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাবিত হয়।যদিও বাংলাদেশ নারী শিক্ষা ও মাতৃস্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবু নারীরা এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন, যা তাদের সামগ্রিক সুস্থতা ও জীবনমানকে প্রভাবিত করে।প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশি নারীদের জন্য এই চ্যালেঞ্জ আরও জটিল, কারণ তাদেরকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে হয় এবং একইসাথে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বাধাও মোকাবিলা করতে হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্বেগ

বাংলাদেশে অনেক নারীর শারীরিক স্বাস্থ্য পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ব্যাহত হয়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়।গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন জটিলতা এখনো বড় একটি সমস্যা।যদিও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, তবুও অনেক নারী নিয়মিত গর্ভকালীন বা প্রসব-পরবর্তী সেবা পান না।পুষ্টিহীনতা, বিশেষ করে আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতা, স্বল্প ওজন, এসব এখনও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।একই সাথে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্তন ক্যান্সারের মতো দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে।নারীরা শরীরচর্চা খুব একটা করেন না এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর প্রবণতাও কম যার ফলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

মানসিক স্বাস্থ্য, যদিও কম আলোচিত, তবুও সমান গুরুত্বপূর্ণ।নারীরা পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক চাপ এবং অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সহিংসতার কারণে মানসিক চাপ ও উদ্বেগে ভোগেন।মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সামাজিক কুসংস্কার ও লজ্জা পেশাদার সাহায্য নেওয়ার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে।বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীরা শিক্ষাগত চাপ, অল্প বয়সে বিয়ে, চলাফেরায় বিধিনিষেধের কারণে বিষন্নতা, উদ্বেগ এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ভোগে।

প্রবাসী বাংলাদেশি নারীদের অভিজ্ঞতা

প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি নারীরা একদিকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও অর্থনৈতিক সুযোগ পেতে পারেন, অন্যদিকে অভিবাসন, ভাষাগত বাধা, সংস্কৃতিগত ভিন্নতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিতদের থেকে দূরে থাকা নারী অভিবাসীদের মধ্যে একাকিত্ব, বিষণ্নতা (ডিপ্রেশন), ও উদ্বেগ (অ্যাংজাইটি) অনেক প্রকট সমস্যা। কর্মজীবী নারীদের জন্য কর্মস্থল এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা মানসিকভাবে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।অনেক নারী গৃহবধূ হিসেবে বিদেশে গিয়ে স্বামী-নির্ভর পরিবেশে নিজেকে গুটিয়ে নেন, আত্মপরিচয় সংকটে ভোগেন।খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ও কম চলাফেরার ফলে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।যে-সব নারী নিজেদের পরিবার ও কর্মজীবন ফেলে রেখে বিদেশে এসেছেন, তাদের হতাশা আরও গভীর হতে পারে।

সমাধানে করণীয়

বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (primary healthcare) শক্তিশালী করা, নারী শিক্ষার প্রসার, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা রোধ করা অত্যন্ত জরুরি।মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নারীদের সাহায্য নিতে উৎসাহিত করতে হবে।
প্রবাসে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ, অনুবাদ সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য আউটরিচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রবাসী নারীদের সেবা গ্রহণে যুক্ত করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারীদের সুস্থতা কেবল একটি স্বাস্থ্যগত বিষয় নয় এটি মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়।পরিবারে ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে, স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে।পুরুষদের উচিত তাদের স্ত্রীর ঘরের কাজে সাহায্য করা, ছোট ছোট সাহায্যেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে।

এবং এটা মনে গেঁথে নেওয়া দরকার ঘরের কাজ শুধু নারীর কাজ না, এটা প্রতিটি মানুষের জানা ও করা উচিত, বিশেষ করে বিদেশে যেখানে গৃহকর্মীর ব্যবস্থা থাকে না।একজন নারী হিসেবে আপনার কর্তব্য আপনার ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে ঘরের কাজ শেখানো ও করানো।আপনি যদি আপনার ছেলেকে বদলান, জাতি ও ধীরে ধীরে বদলাবে।

নিজেদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে নারীরা যা যা করতে পারেন, সে সংক্রান্ত কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া হলো -

- নিজেকে ভালোবাসতে শিখুন, নিজের যত্ন নিতে শিখুন ।নিজের জন্য দৈনিক কিছুটা “Me time” রাখা খুব দরকার।এই সময়ে আপনি হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, মেডিটেশন, অথবা শুধু বিশ্রাম নিতে পারেন।
- ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে অন্তত ১ গ্লাস পানি পান করুন।প্রতিদিন ৩-৫ লিটার পানি খাওয়ার চেষ্টা করুন।
- প্রতিদিন অন্তত ৫-৭ ধরনের বিভিন্ন রঙের শাকসবজি ও ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ দেবে।
- সপ্তাহে অন্তত ৩-৫ দিন, আধা ঘণ্টা করে ব্যায়াম করুন।
- প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা মানসম্পন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- ৪০ বছরের পর থেকে বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত।
- ৫০ বছরের পর থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করানো গুরুত্বপূর্ণ।এ সময়, কিছু ভিটামিন এবং খনিজের উপর মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।বিশেষ করে, ভিটামিন বি১২, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি প্রায়ই ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য সুপারিশ করা হয় সম্ভাব্য ঘাটতি এবং হাড়ের স্বাস্থ্য ও ইমিউন সাপোর্টের বাড়তি প্রয়োজনের জন্য।
- ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য একটি পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরি।এতে তাদের নির্দিষ্ট পুষ্টির প্রয়োজন মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট নেয়া জিতে পারে।নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার এবং একটি ব্যালেন্সড ডায়েট পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

পরিশেষে বলি, "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল”।মনে রাখবেন আপনি যদি ভালো থাকেন, তাহলে আপনি আপনার পরিবারের সবার যত্ন নিতে পারছেন।

Sumaiya Zafrin Chowdhury, Treasurer, Youth Hub Foundation

BRIDGING THE GAP: DESIGNING ACADEMIC STUDY ALONGSIDE INDUSTRY AND COMMUNITY WORK IN INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Bridging Study, Industry, and Community in IT

An academic journey in IT can sometimes feel isolated from the tech industry and community impact. Many students and early-career professionals ask how to excel in their studies while gaining real-world experience and giving back to society. The good news is that these paths don't need to be separate. By intentionally aligning your academic journey with industry roles and community contributions, you can bridge theory and practice and set yourself up for a fulfilling, purpose-driven career. This guide offers practical advice—choosing relevant courses, gaining hands-on experience, balancing roles, building a personal brand—and concludes with a brief reflection from my own experience.

Align Your Learning with Industry Needs

Start by selecting courses that align with your career goals. Instead of just fulfilling degree requirements, choose electives and projects that match your interests—like machine learning and databases for aspiring data scientists, or cybersecurity and cryptography for security specialists. Many institutions also offer industry-linked capstone projects that let you tackle real-world problems before graduation. Don't neglect soft skills either—teamwork, communication, and leadership training can make a major difference in your career. When your academic learning reflects industry demands, your transition into the workforce becomes smoother and more impactful.

Start Gaining Practical Experience Early

Theory comes to life through application. Internships and practical work experience are critical—students who intern are significantly more likely to land full-time roles post-graduation. Whether it's an internship, part-time IT job, hackathon, freelance gig, or contributing to open-source projects, practical exposure strengthens your skills and helps build a standout resume. These experiences also make classroom lessons more meaningful and improve your confidence in professional settings. The earlier you start applying your knowledge, the faster you'll grow.

Balancing Academics, Work, and Life

Balancing studies, jobs, and community roles takes planning and discipline. Use a planner to structure your time, set realistic priorities, and communicate with professors or employers when conflicts arise. Learn to say no when necessary and prioritize quality over quantity. Importantly, don't overlook self-care—rest, nutrition, and exercise help maintain focus and energy. Managing multiple responsibilities builds time management, resilience, and a mindset essential for long-term success in the IT field.

Build Your Brand and Network

In tech, your visibility matters. Build your personal brand by maintaining an updated LinkedIn and GitHub profile showcasing your skills, projects, and involvement. Attend conferences, meetups, or join online tech communities to expand your network. Focus on building a few meaningful connections rather than collecting contacts. These relationships often lead to opportunities—whether through referrals, mentorship, or collaborations. A strong professional reputation and visible track record can set you apart in a competitive industry.

Engage with the Tech Community

Community engagement sharpens your skills while making a difference. Whether mentoring peers, volunteering at tech events, or joining student clubs, community involvement strengthens leadership, teamwork, and communication. It also reflects initiative and social awareness; qualities employers increasingly value. Volunteering enhances your resume, broadens your network, and reminds you that IT is ultimately about solving real problems for people. The experience you gain while contributing will reinforce your own learning and strengthen your professional identity.

A Personal Reflection

My passion lies at the intersection of health and technology. Over the years, I've actively sought ways to integrate my academic learning with real-world impact. Through the Youth Hub Foundation, I've supported initiatives aligned with the UN Sustainable Development Goals—covering health, education, gender equality, and climate action. My journey as a Google Local Guide since 2014 has also played a key role, allowing me to attend summits in California (2016–2019), Singapore, and Japan, fully sponsored by Google.

Beyond that, I've engaged with the global tech community by attending the Google Cloud Summit (Malaysia, 2017) and the Commonwealth Youth Summit (2017). My contributions have been recognized in media features and official Google blogs, especially on occasions like International Women's Day and Pohela Boishakh. I've received awards such as Google's Guiding Star, the Google Crowdsource Community Leader trophy, and was named among the 100 Most Influential Young People by Opportunities Hub (2020).

As a Global Youth Ambassador (Alumni) under Theirworld—an initiative founded by former UK Prime Minister Gordon Brown—I've connected with change-makers worldwide. These experiences have not only supported my academic journey but also shaped my sense of purpose: to use technology as a tool for social good. The integration of study, service, and professional work has allowed me to grow holistically—as both a technologist and a socially conscious individual.

Study, Work, and Purpose: A Unified Path

To build a meaningful IT career, connect your studies, industry involvement, and community service. Let each element reinforce the other. Apply what you learn in class to real-world projects, bring your professional expertise into volunteer work, and use community insights to guide your academic interests.

Step beyond your comfort zone—join a new project, attend a tech talk, or offer to mentor a peer. These experiences won't just build your resume; they'll enrich your personal growth and clarify your purpose. My own journey has shown me that blending academic excellence, professional impact, and community contribution leads to a career that is not only successful but deeply fulfilling.

পাপিয়া আক্তার, কর্ণধার, পাপিয়া'স ক্লোজেট

প্রবাসী নারী উদ্যোক্তা: বাস্তবতা, প্রতিকূলতা, সম্ভাবনা

আমি পাপিয়া আক্তার, মালয়েশিয়ায় প্রবাসী নারী উদ্যোক্তা । প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে, একটা লক্ষ্য থাকে । সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সে এগিয়ে যায় । আমার জীবনেও সেরকম লক্ষ্য ছিল । শিক্ষাজীবনে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছি।সবসময়ই আমার বিশ্বাস ছিল যে নারীর আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতাই তার জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তি।সেই ভাবনা থেকেই শিক্ষা জীবন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম একটি স্মার্ট ও সম্মানজনক পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার।

২০০৬ সালে মাস্টার্স শেষে বিয়ে হয় মাহফুজ কায়সার অপুর সাথে, যিনি বুয়েট থেকে পাশ করা একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং বর্তমানে মালয়েশিয়ায় এরিকসনে কর্মরত। তাঁর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমার পেশাগত জীবনের যাত্রা শুরু হয় । কিন্তু ২০০৮ সালে প্রথম সন্তান জন্মের আগে চাকরি ছেড়ে দেই । এরপর আমার স্বামীর চাকরির সুবাদে চলে আসি মালয়েশিয়া । শুরু হয় আমাদের প্রবাস জীবন । মালয়েশিয়াতে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান, আমার মেয়ের জন্ম হয় । আমার ছোট দুই বাচ্চার কথা ভেবে আর চাকরির চিন্তা করিনি । এই বাচ্চাদের কথা চিন্তা করেই ঘরে বসে কাজ করার কথা ভাবলাম ।

দুই সন্তানকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি নিজের কিছু করার ইচ্ছা থেকেই নতুন করে ভাবতে শুরু করি, কীভাবে ঘরে বসেই কিছু শুরু করা যায়। বাংলাদেশের কাস্টমাইজ শাড়ি নিয়ে ছোট পরিসরে কাজ শুরু করি। শাড়িগুলো মালয়েশিয়াতে ব্যাপক সাড়া ফেলায় ধীরে ধীরে সেগুলো পৌঁছে যায় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইতালি ও সুইডেনসহ বিভিন্ন দেশে। এখান থেকেই শুরু হয় Papia's Closet এর যাত্রা।

স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম আমার পণ্য নিয়ে । একজন উদ্যোক্তা হতে গেলে যে প্রপার গাইড লাইন দরকার, সেটা অনুভব করেই অংশ নেয়া শুরু করলাম বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং, মাস্টার ক্লাস ইত্যাদিতে, যেন আমার উদ্যোগকে সঠিক ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ।

Papia's Closet শুধু একটি ব্র্যান্ড নয় – এটি একটি স্বপ্ন, একটি ভালোবাসা, একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব। দেশীয় শাড়ি, পোশাক এবং গহনাকে নতুনভাবে কাস্টমাইজ করে উপস্থাপন করা আমার নেশায় পরিণত হয়েছে।শাড়ীতে নতুনত্ব আনা ও ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা আমার সব সময় ছিল, পাশাপাশি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী যোগ হলো পোশাক আর গহনা কাস্টমাইজ করা ।

আমার বোনরা ঢাকা থেকে আমাকে সহযোগিতা করে, যারা নিজেরাও উদ্যোক্তা।তাই এই কাজের কৃতিত্ব খানিকটা তাঁদেরও।প্রবাসে বসে দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করাটা খুব সহজ নয়।ডিজাইন, কালেকশন, সময়মতো ডেলিভারি - প্রতিটি ধাপেই থাকে চ্যালেঞ্জ।তারপরও আমি চেষ্টা করি, যেন প্রতিটি পণ্যে থাকে যত্ন, নান্দনিকতা এবং বাংলাদেশের ছোঁয়া। প্রবাসে বসেই কারখানা থেকে শাড়ি/পোশাক/গহনা সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে পণ্য ডিজাইন করা, প্রতিটি কাজ খুব ভালোবেসে করি ।

একা এগিয়ে গিয়ে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা সহজ নয় । তাই মালয়েশিয়ায় বসবাসরত অন্যান্য নারী উদ্যোক্তাদের একত্রিত করার কাজ শুরু করি।শুরু হল আর এক যুদ্ধ ।প্রবাসে এক এক করে দেশী নারী উদ্যোক্তাদের খুঁজে খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রমোট করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা ছিল খুব কঠিন ।শুরু হল সবাই মিলে একসাথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস । আমাদের মধ্যে কেউ কাপড় নিয়ে কাজ করছেন, কেউ খাবার, কেউ হস্তশিল্প - সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলেছি এক উদ্যোক্তা কমিউনিটি, যারা প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে ।

এই পথচলা সহজ ছিল না। অনেক প্রতিকূলতা এসেছে, যার মধ্যে অন্যতম দেশের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রবাসে নিয়ে আসার সীমাবদ্ধতা।প্রবাসী হিসেবে খুব চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারটা ।

সময় মতো পণ্য দেশ থেকে এনে এখানে সরবরাহ দেয়াটা যেন এক ছোটখাট যুদ্ধ করার মত অবস্থা । যারা খাবার নিয়ে কাজ করেন, তাদেরও দেশের কিছু মশলা বা খাবারের কিছু বিশেষ উপাদান দরকার হয়, যেটা আনা প্রায় অসম্ভব । এসব উপাদান বা পণ্যগুলোসহজে এখানে আনা গেলে সবাই আরও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করতে পারতো।আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ হাইকমিশন সহ সংশ্লিষ্ট সকলে যদি উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে প্রবাসে বসেও দেশীয় পণ্যের প্রচার-প্রসারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব।এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর আশা রাখছি ভবিষ্যতে এর সুফল পাবেন উদ্যোক্তারা।

আমার স্বপ্ন – Papia's Closet হবে এমন একটি নাম, যা দেশীয় ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এক মেলবন্ধন হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হবে। দেশকে ভালোবেসে, দেশের পণ্যকে গর্বের সঙ্গে বিশ্বে তুলে ধরাই আমার চলার মূল শক্তি।

Mohammad Nazmul Hasan Maziz, Chess Player

CHESS – MORE THAN JUST A GAME

Chess: A Game of Life Lessons

Chess is a 'Game of Strategy, a 'Sport of the Mind' and a 'Tool for Skill Development'. Although we know chess to be just a game and not a sport, the International Olympic Committee and over 100 countries have indeed recognized chess as a sport. Chess is not simply a game, but it is also a way of life. Chess mimics our real life in many ways. Chess is a laboratory for decision making process in a short time under pressure, calculation, creativity, evaluation and analysis, strategy and continuous performance development among others. Many see chess as a metaphor for life, where every move has consequences, and the ultimate goal is to achieve success. Many people do not even know that playing chess can teach us valuable lessons in and about life. Some of the greatest lessons that we can learn from chess are:

- Enjoy the Journey: Whether winning or losing, the essence of chess lies in the enjoyment of the game. Similarly, in life, finding joy in our pursuits, regardless of the outcome, is crucial for personal fulfillment.
- Embrace Flexibility: Chess requires players to adapt their strategies based on the opponent's moves. Life, too, is unpredictable, and being flexible allows us to navigate unforeseen challenges effectively.
- Foster Creativity: Success in chess often stems from innovative thinking and creative strategies. In life, creativity enables us to devise unique solutions and adapt to various situations.
- Make Timely Decisions: With time constraints in chess, players must make quick yet effective decisions. Life presents similar scenarios where timely decision-making can lead to favorable outcomes.
- Understand Strategic Sacrifice: Sacrificing a piece in chess can lead to a better position or victory. In life, making sacrifices, such as time or resources, can pave the way for long-term benefits.
- Recognize Patterns: Identifying patterns in an opponent's play can provide a strategic advantage in chess. Similarly, recognizing patterns in life helps us anticipate outcomes and make informed decisions.
- Think Ahead and Innovate: Chess teaches the importance of planning several moves ahead and thinking outside the box. In life, foresight and innovation are key to overcoming obstacles and achieving goals.
- Seize Opportunities: Opportunities in chess, like capturing a key piece, must be seized promptly. Life offers chances that, if not taken, may not come again. Being proactive is essential.
- Maintain Confidence and Stand Firm: Confidence in one's moves is vital in chess. In life, believing in our decisions and standing by them, even amidst challenges, builds resilience and integrity.
- Be Proactive and Assertive: Aggressive strategies in chess can disrupt an opponent's plan. In life, taking initiative and being assertive can lead to significant achievements and personal growth.
- Accept and Learn from Losses: Losses in chess are inevitable but offer valuable lessons. In life, setbacks should be viewed as learning opportunities, guiding us toward future success.

(About the Author: Mohammad Nazmul Hasan Maziz is a FIDE-rated chess player who has significantly contributed to the chess community. He has served as the official chess coach for Universiti Teknologi MARA (UiTM) and has been a champion in the Malaysian Inter-Varsity Chess Championship for several years. Representing the University of Malaya, he competed in the World Inter-Varsity Chess Championship and has secured numerous titles at district and state levels. Internationally, he has represented Bangladesh in various chess championships, showcasing his dedication and prowess in the game.)

মোঃ আলী হায়দার মুর্তুজা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনবিএল মানি ট্রান্সফার এসডিএন বিএইচডি

বৈধপথে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ ও কিছু সুপারিশ

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক বিদেশ যাওয়া শুরু করে । প্রথমদিকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মূলত বাংলাদেশি শ্রমিকরা যেতেন ।আশির দশক হতে মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি যাওয়া শুরু হয় যা অদ্যাবধি চলমান আছে ।তবে বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগই (প্রায় ৮৬%) অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে যায় ।বাংলাদেশ থেকে মোট কতজন শ্রমিক এখন পর্যন্ত বিদেশে গেছে তার সঠিক কোনো হিসাব নাই ।তবে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে দেয়া তথ্য অনুযায়ী মোট বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লাখের বেশি ।

অপরপক্ষে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে মোট প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা ১ কোটি ৪৮ লাখের বেশি ।সাধারণভাবে আমরা ধারণা করি প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ।এই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নিয়মিত (প্রতি মাসে) দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে যে টাকা পাঠায় সেটাই প্রবাসী আয় হিসাবে বিবেচিত হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বাংলাদেশ যেহেতু রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে, তাই বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি রিজার্ভ বৃদ্ধিতে প্রবাসী আয় প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে ।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসী আয়ের অবদান ৬-৭ শতাংশ পরিমাণের হিসাবে ২০২৪ সালে যা ছিল ২৭.০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা (১ ডলার = ১২০.০০ টাকা হিসাবে) এবং ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ৮.৪০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮০০ কোটি টাকা ।অর্থাৎ প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

বাৎসরিক প্রবাসী আয়ের হিসাবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম ।প্রবাসী আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হলে বাংলাদেশ হতে কারিগরি শিক্ষায় ট্রেনিং দিয়ে বেশি বেশি দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে হবে।কিন্তু এখন যে পরিমাণ জনশক্তি বিদেশে আছে তাদের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি প্রবাসী আয় অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করি :

১) ডলার রেট বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া ।

২) প্রণোদনার পরিমাণ ২.৫০% থেকে বাড়িয়ে ৫.০০% করা ।তবে প্রণোদনার পুরো টাকাটা ফরেন রেমিট্যান্স এর সাথে প্রদান না করে ২.৫০% সাথে সাথে প্রদান করে বাকি ২.৫০% রেমিটারের নামে অন্য হিসাব খুলে সেই হিসাবে জমা করা ।এই ২.৫০% টাকা ডিপিএস হিসাবে রেমিটারের হিসাবে নিয়মিত জমা হবে এবং তার উপরে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সুদ প্রদান করবে ।এই হিসাবের মেয়াদ ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন প্রবাসী বিদেশে থাকবে এবং যদি সে প্রবাসী থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সংশ্লিষ্ট হিসাবের নমিনি সুদসহ সমুদয় টাকা পাবে ।একজন প্রবাসী যখন দেখবে ১০/১৫ বছর পরে দেশে ফেরত এসে সে একটা ভালো পরিমাণ অর্থ পাবে যা দিয়ে সে দেশের মধ্যেই সম্মানজনক পেশা বেছে নিতে পারবে তখন সে আর কোনোভাবেই হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাবেনা ।কারণ হুন্ডির মাধ্যমে সে কিছুটা বেশি রেট পেলেও সেটা নগদ টাকা পায় এবং সব টাকাই খরচ হয়ে যায় ।তার কোনো সেভিংস থাকেনা। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদিভাবে যদি সে আর্থিক সুরক্ষা পায় তবে কখনই আর হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাবেনা ।সেক্ষেত্রে সরকারের হয়ত একটু বেশি খরচ হবে কিন্তু প্রবাসী আয় উল্লেখযোগ্যহারে বেড়ে যাবে । উদাহরণস্বরূপ ২০২৪ সালে মোট ২৭.০০ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় এসেছে যা টাকার হিসাবে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা ।

এই টাকার উপরে বর্তমান হার ২.৫০% অনুযায়ী সরকার মোট প্রণোদনা দিয়েছে ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা ।যদি ৫% হারে প্রণোদনা প্রদান করা হয় তাহলে সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে আরো ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা যা বাংলাদেশের বর্তমান বাজেটের তুলনায় একেবারে নগণ্য পরিমাণ টাকা ।অন্যায্যভাবে প্রদানকৃত কুইক রেন্টাল এর বাৎসরিক ভাড়া প্রদান বন্ধ করলেই এই টাকার জন্য অতিরিক্ত কোনো চাপ আসবে না ।কিন্তু বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী । পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে যা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্যও বটে ।

৩) সকল প্রবাসীদের জন্য বিশেষত প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সরকারিভাবে বীমা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ।বিশেষ করে যুদ্ধের কারণে অথবা করোনার মতো যেকোনো মহামারির কারণে প্রবাসী শ্রমিকরা নিঃস্ব হয়ে দেশে ফিরে আসলে যেন আর্থিক সুরক্ষা পায় ।

৪) পাসপোর্ট ইস্যু অথবা রিনিউয়াল যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয় তার ব্যবস্থা করা ।

৫) প্রবাসীদের জন্য আরেক বিড়ম্বনার জায়গা হলো এয়ারপোর্টে হয়রানি করা ।তাদের লাগেজ হারিয়ে যাওয়া বা লাগেজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হারিয়ে যাওয়া ।এই ধরনের হয়রানি থেকে মুক্ত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।অবশ্য বর্তমান সরকার প্রবাসীদের জন্য এয়ারপোর্টে ভিআইপি লাউঞ্জ করেছে যা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে ।কিন্তু আরো অনেক বাধা রয়েছে যা চিহ্নিত করে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৬) বিভিন্ন সময়ে কলিং এর মাধ্যমে আসা শ্রমিকেরা যেন আসার সাথে সাথেই প্রতিশ্রুত কাজ পায় এবং তাদের যেন কোনোভাবেই মানবেতর জীবনযাপন করতে না হয় তা নিশ্চিত করা ।পাশাপাশি বিদেশে আসার জন্য যেন কোনো সিন্ডিকেটের খপ্পরে পরে মাত্রাতিরিক্ত খরচ না হয় তা নিশ্চিত করা ।ভবিষ্যতে যেকোনো দেশে এই ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধকল্পে কঠোর মনিটরিং নিশ্চিত করা এবং কোনো অনিয়ম হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৭) বিদেশে কর্মরত অবস্থায় কোনো প্রবাসী মৃত্যুবরণ করলে সরকারি খরচে তার লাশ দেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা এবং বিদেশে নিয়োগকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী বিমাসহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে হাই কমিশন থেকে সর্বোচ্চ আইনি সহায়তা প্রদান করা ।

৮) সবশেষে বাংলাদেশ হতে শ্রমিকেরা যখন বিদেশে আসবে তখন বিদেশে আসার মোট খরচের ৮০% টাকা ব্যাংক ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেন কাউকে জায়গা জমি বেচে বিদেশে আসতে না হয় ।এই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির পক্ষ থেকে যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয় এজেন্সিগুলো যেন সেই সহযোগিতা করে আইন করে তা নিশ্চিত করা ।ন্যাশনাল ব্যাংক সহ অনেক ব্যাংকে এই ধরনের ঋণ আছে কিন্তু জনগণ তা জানেনা ।বিধায় উপযুক্ত প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের কাছে এই ঋণের বিষয়টা গোচরীভূত করতে হবে ।বাংলাদেশের সকল ব্যাংক যেন এই ধরনের ঋণ প্রকল্প চালু করে তা নিশ্চিত করতে হবে।যে শ্রমিক যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে সেই ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে সে প্রতি মাসে টাকা পাঠাবে ।ব্যাংক মাসিক কিস্তির টাকা কেটে নিয়ে অবশিষ্ট টাকা প্রদান করবে । এই ঋণ হবে সম্পূর্ণরূপে সহায়ক জামানতমুক্ত ।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি সময়ের সাথে সাথে নিশ্চিত করা যায় তাহলে প্রবাসী শ্রমিকরাও নিজেদেরকে দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক ভাববে এবং দেশ পুনর্গঠনে তাদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করলে তারা গর্ববোধ করবে, নিজেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাববে এবং হুন্ডির পথ পরিহার করে তাদের সমস্ত উপার্জন বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠাবে । ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে যা ভবিষ্যতে শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

মোঃ জার্জিস ইসলাম, পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি তেনাগা ন্যাশনাল (ইউনিটেন)

বিদেশে পড়াশোনা: সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও দায়িত্ব

বিদেশে উচ্চশিক্ষা অনেকের কাছেই এক স্বপ্নের নাম মালয়েশিয়া। বিশেষ করে বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে মালয়েশিয়া বর্তমানে অন্যতম পছন্দের গন্তব্য।আমি নিজে ইউনিভার্সিটি টেনাগা ন্যাশনাল (UNITEN)-এ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় পিএইচডি করছি। এই যাত্রায় আমার দেখা সুবিধা যেমন আছে, তেমনি বাস্তব কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কিছু কথা বলছি, যা ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সুবিধাসমূহ: সুযোগের জানালা

১. গুণগত শিক্ষা: কম খরচে মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পাওয়া যায় তুলনামূলক কম খরচে। ইউরোপ বা আমেরিকার চেয়ে এখানে পড়াশোনা অনেক সাশ্রয়ী, অথচ শিক্ষার মান ও ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট ভালো।

২. গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ: বিশেষ করে পিএইচডি পর্যায়ে মালয়েশিয়ায় গবেষণার সুযোগ এবং সাপোর্ট সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক। গবেষক হিসেবে অ্যাকাডেমিক রিসোর্স, লাইব্রেরি, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অ্যাকসেস ও সুপারভাইজারদের সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

৩. হালাল সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সামঞ্জস্য: একটি মুসলিম প্রধান দেশে বসবাস করায় হালাল খাবার, ধর্মীয় উৎসব পালন, বা নামাজের ব্যবস্থা সহজেই পাওয়া যায়। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু মিল থাকায় মানিয়ে নিতে বেশি সমস্যা হয় না।

৪. আন্তর্জাতিক পরিবেশ: এখানে বিশ্বের নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসে। বিভিন্ন সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারে আরও উদার ও সচেতন নাগরিক।

চ্যালেঞ্জসমূহ: যেটা জানতে ও মানতে হবে

১. মানসিক চাপ ও একাকিত্ব: দেশ থেকে দূরে, পরিবার ছাড়া একাকী থাকা সহজ নয়। অনেক সময় গবেষণার চাপ, ভাষাগত জটিলতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

২. আর্থিক ঝুঁকি: যদিও মালয়েশিয়া তুলনামূলক সাশ্রয়ী, তবু অনেক শিক্ষার্থীর জন্য সব খরচ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত স্কলারশিপ না থাকলে বা পারিবারিক সহায়তা সীমিত হলে, পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায়।

৩. প্রশাসনিক জটিলতা ও ভিসা বিষয়ক সমস্যা: শিক্ষার্থীদের ভিসা রিনিউ, স্বাস্থ্যবিমা, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কাজগুলো কখনও কখনও দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতায় পড়ে।নতুন শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়।

৪. গবেষণায় ধৈর্য ও কাঠিন্য: বিশেষ করে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা সহজ নয়। একা একা কাজ করা, ডেটা সংগ্রহ, থিসিস লেখা, রিভিউ ফেইস করা - সবই কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদি কাজ, যা ধৈর্য ও মনোসংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।

করণীয়: প্রস্তুতি ও পরিকল্পনায় সাফল্য

১. ভাষাগত দক্ষতা অর্জন: ভালো ইংরেজি জানাটা শুধু অ্যাডমিশনের জন্য নয় - শিক্ষা, গবেষণা, এমনকি বন্ধুত্ব তৈরির জন্যও জরুরি। প্রয়োজনে ইংরেজি কোর্স বা IELTS প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত।

২. আর্থিক প্রস্তুতি ও বাজেটিং: বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগে খরচের পূর্ণ ধারণা নিতে হবে। সাশ্রয়ী জীবনযাপন, খরচের পরিকল্পনা এবং অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় - এই তিনটি বিষয় খুব জরুরি।

৩. মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা: নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে - চাপ, চ্যালেঞ্জ ও একাকিত্ব সামাল দেওয়ার মতো মানসিক শক্তি থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও একইসাথে নিজের উপর নির্ভরশীল হওয়া জরুরি।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো: শুধু ক্লাস না করে, তার সাথে সাথে ক্যাম্পাসের ওয়ার্কশপ, সেমিনার, স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করা উচিত।এতে সামাজিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণ বিকশিত হয়।

৫. দেশে ফেরার প্রস্তুতি: আমাদের দেশের জন্য কাজ করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই বিদেশে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যেন দেশের উন্নয়নে কাজে আসে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিজেকে তৈরি করা প্রয়োজন।

শেষ কথা: শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ

বিদেশে পড়াশোনা মানে শুধুই একটি সার্টিফিকেট অর্জন নয়।এটি এক ধরনের জীবন অভিজ্ঞতা, আত্মপরিচয় গড়ে তোলার পথ, এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্বের প্রস্তুতি। মালয়েশিয়ার মতো দেশে পড়তে এসে আমি শিখেছি - জ্ঞান শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, সমাজের জন্যও । আমাদের তরুণদের উচিত বিদেশে পড়ার সুযোগকে দায়িত্বশীলভাবে কাজে লাগানো। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি, নৈতিকতা, সামাজিক বোধ এবং নেতৃত্বের চেতনা নিয়ে ফিরে আসা - এটাই একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সার্থকতা।

রফিক আহমদ খান, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও ভ্রমণ লেখক, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রেস ক্লাব মালয়েশিয়া

ওরাং বাংলার কথা

মালয়েশিয়া প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ মালয়েশিয়ানদের মুখের একটা শব্দ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করেন বহু বছর ধরে।দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের মালয়েশিয়ায় প্রবাসজীবনে সেই শুরু থেকেই এটা দেখে আসছি ।সেই শব্দ বা শব্দদ্বয় হচ্ছে 'বাংলা' বা 'ওরাং বাংলা'।শুধু মালয় জাতি না, সকল মালয়েশিয়ান বাংলাদেশিদের ওরাং বাংলা নামে ডাকেন।মালায়ু, চাইনিজ , তামিলসহ এই দেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতিরাও বাংলাদেশি বোঝাতে ওরাং বাংলাই বলেন।কিছুটা ব্যতিক্রম পাকিস্তানি ও নেপালিরা। প্রতিবেশী হিসেবে তারা জানেন আমাদের জাতিগত পরিচয় ; এবং তাদের দেশের ভাষায়ও আমরা বাঙালি।আরব দেশ থেকে মালয়েশিয়ায় আসা পর্যটকরা আমাদের 'বাঙালি' হিসেবে সম্বোধন করেন। চায়নাটাউনে আমাদের দোকানে বহু আরবদের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনেছি 'ইন্তে বাঙালি?' ইউরোপীয়ান, আমেরিকান বা অস্ট্রেলিয়ান , জাপানিজ, কোরিয়ানরাও কি বাঙালি বলেন? মোটেই না।তারা বাংলাদেশি বা ফ্রম বাংলাদেশ-- এতটুকুই বলেন। এদের অধিকাংশ মানুষ জানেন না আমরা বাঙালি নাকি চাকমা , মারমা! তাদের কাছেও আমরা বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষ।বাংলাদেশের মানুষ।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, মালয়েশিয়ানরা কি শুধু মাত্র রাগ হলে তখনই 'বাংলা' বা 'ওরাং বাংলা' বলেন? তা কিন্তু না মোটেও।ওরা সবসময়ই বাংলাদেশি বা বাংলাদেশিদের বাংলা বা ওরাং বাংলা বলেন। স্বাভাবিক কথা বলার সময়ও, রাগান্বিত হলেও। এটা কখন বলেন? যখন মালয় ভাষায় কথা বলেন। আসলে 'বাংলাদেশি' শব্দের মালয় ভাষা হচ্ছে ওরাং বাংলা। তাদের ভাষায় বাঙালি ডাকা হয় মালয়েশিয়ান পাঞ্জাবিদের। মানে ভারতীয় সিংহ জাতিদেরই মালয় ভাষায় বাঙালি বলতে শুনেছি।অন্যদিকে জাতি বাঙালিরা ওদের কাছে ওরাং বাংলা।আমি বহু মালয়েশিয়ানকে শিখিয়েছি--- আমরা বাংলা নই, আসলে আমরা বাঙালি , বাংলা হচ্ছে আমাদের ভাষার নাম।আমাদের ভাষার নাম বাংলা, আমরা বাংলা না, আমাদের জাতির নাম বাঙালি। তাতে কোনো লাভ হয়নি। আজ পর্যন্ত কোনো মালয়েশিয়ানের মুখে বাঙালি ডাক শুনতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত শুনতে পাব আশা করতেই পারি - গত ৩৫ বছরে আমাদের অসংখ্য বাঙালি ভাই মালয় নারীর সাথে সুখের সংসার পেতেছেন। তাঁদের পরিবারে আমাদের জন্য অসংখ্য ভাতিজা ভাতিজি দুনিয়ায় এনেছেন; তারা মালয়েশিয়ান নাগরিক হিসেবে বড় হচ্ছে। তারাই মুখেই আমাদের বাঙালি হিসেবে সম্বোধন করবে। সেদিন বাঙালির জন্য এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হবে মালয়েশিয়ার জনপদে।

একইভাবে মালয় ভাষায় জাপান কিন্তু "জেপুন"।আর জাপানিজরা "ওরাং জেপুন"। ইংরেজরা বা সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ানরা "ওরাং পুতে"।ভারতীয়রা যে জাতিই হোক, "ওরাং ইন্ডিয়া" বা ""ওরাং হিন্দুস্তান।চাইনিজরা "ওরাং চীনা"।পাকিস্তানিরা "ওরাং পাকিস্তান"।
মালয় ভাষায় "বাংলা" বা "ওরাং বাংলা" বলা হলেও ইংরেজিতে কিন্তু ঠিকই 'বাংলাদেশি' বলা হয় এবং লেখা হয়। যদি আপনি মালয়েশিয়ার ইংরেজি দৈনিক এবং মালয় ভাষার দৈনিক পত্রিকা কিছুদিন নিয়মিত পড়েন , দেখতে পাবেন, যে কোন নিউজে মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মালয় ভাষার পত্রিকায় বাংলাদেশি বোঝাতে ওরাং বাংলা লেখা হয়েছে ; আর ইংরেজি পত্রিকায় 'বাংলাদেশি' বোঝাতে বা বাংলাদেশিকে বাংলাদেশিই লেখা হয়েছে।অর্থাৎ ইংরেজি পত্রিকায় "ওরাং বাংলা" লেখা হয় না।আর মালয় ভাষার পত্রিকায় বাংলাদেশি লেখা হয় না।এর মানে হচ্ছে মালয় ভাষায় আমরা 'বাংলা' বা 'ওরাং বাংলা'ই।এতে অস্বস্তি বোধের কিছু নেই।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিরা এখন আর পিছিয়ে নেই বললেই চলে।একসময় এই দেশে ইন্দোনেশিয়ান প্রবাসী ছিলেন সবচেয়ে বেশি। ২০১৪ /২০১৫ সালের দিকে মালয়েশিয়ার তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) আহমেদ জাহিদ হামিদি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ থেকে ১৫ লক্ষ লোক আনার ঘোষণা দেওয়ায় তোলপাড় উঠেছিল মালয়েশিয়ায়। তাঁর বক্তব্যের ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল সেই সময়। বর্তমানে ঠিকই ১৫ লাখের বেশি বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় কর্মরত। মালয়েশিয়ায় এখন বিদেশি কর্মীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মী বাংলাদেশি (ওরাং বাংলা)।আলোচনা যেখানে থাকে সমালোচনাও সেখানে বিদ্যমান।কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সুনামের সাথেই বাংলাদেশিরা এগিয়ে যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়। সাধারণ শ্রমিকের পাশাপাশি বহু দক্ষ পেশাজীবীও কাজ করছেন মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়ার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক বাংলাদেশি শিক্ষকতা করেছেন ; নিজ নিজ বিষয়ে তাঁরা আলো ছড়াচ্ছেন।কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা গবেষকের স্বীকৃতি পাচ্ছেন। সেরা শিক্ষকের খেতাব পাচ্ছেন।প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশায়ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন বাংলাদেশিরা। বহু অদক্ষ সাধারণ শ্রমিক শ্রম ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নানা পেশায় ভালো অবস্থানে আছেন। আমরা বাংলাদেশিরা যখন ভালো করি তখন ওরাং বাংলা হিসেবেই প্রশংসা পাই।আর খারাপ করলে ওরাং বাংলা হিসেবেই নিন্দা বাক্য শুনি। এই দেশে ওরাং বাংলার পেছনে কিছু কিছু মানুষ লেগে থাকেই সমালোচনা করার জন্য। প্রবাসে নানা বাঁধা অতিক্রম করেই বাংলাদেশিরা আজ একটা ভালো অবস্থানে আছেন। মূলত মালয়েশিয়ানদের কাছে বাংলাদেশিরা পছন্দনীয়, পরিশ্রমী ও কাজে দক্ষ, ওদের ভাষায় বললে - "ওরাং বাংলা ভায়াঁ বাইক, ভায়াঁ লাজিন"; "বাংলা কিরজা কুয়াত"; "ওরাং বাংলা পান্ডায় কিরজা"।দেখতে দেখতে মালয়েশিয়ায় কত উন্নত হয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর কুয়ালালামপুর তথা ক্লাং ভ্যালি হয়ে উঠলো হাই রাইজ বিল্ডিং এর শহর।এসব কিছুতেই বাংলাদেশি কর্মী তথা ওরাং বাংলা'র শ্রম-ঘাম-মেধা নিবিড়ভাবে জড়িত।
বাংলাদেশিরা মালয়েশিয়ায় ভালো অবস্থানে আছে বলাতে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন হয়ত। কারণ, সর্বশেষ ২০২২/২০২৩ এর কলিং ভিসায় আসা অনেক বাংলাদেশি এখনো কূলকিনারা খুঁজে পায়নি। অনেকেই প্রতারিত। আশা করি, ধৈর্য ধরে যারা মালয়েশিয়ায় থাকবেন, টিকে যাবেন, তারা একদিন ঠিকই সফল হবেন।

পরিশেষে ওরাং বাংলা নিয়ে একটু ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করি। মালয়েশিয়ায় গাড়ি ব্যবহার করার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকার পরও গাড়ি কেনা হয়নি।ট্রেনে চড়ে আর পায়ে হেঁটে পথ চলতে অভ্যস্ত ক্লাসেও চড়তাম আগে।পথ চলতে চলতে অনেক বাঙালির মুখে প্রশ্ন শুনেছি - 'ভাই আপনি কি বাংলা?' বাংলাদেশি মানুষের মুখে এরকম প্রশ্ন শুনলে প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো। পরে আর খারাপ লাগে না। বরং মজা পাই। 'ভাই আপনি কি বাংলা? ' প্রশ্ন শোনার সাথে সাথেই পুলকিত হয়ে উত্তর দেই - 'না ভাই, আমি বাঙালি, আপনি বাংলা; বলেন কি জানতে চান। উত্তর শুনে মানুষটা সলজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন 'ওই জায়গায় কেমনে যাব?' স্বজাতি এই সহজ-সরল ভাইগুলোকে সঠিক পথ দেখিয়ে, পথ চিনিয়ে আনন্দ পাই।

'ওরাং বাংলা' নিয়ে এই লেখার সাথে কোন পাঠকের দ্বিমত থাকতেও পারে।সেটা লিখে বললে বা স্যোশাল মিডিয়ায় ভিডিও করে বিস্তারিত খুলে বললে আমারও জানা হবে, শেখা হবে।

আহমাদুল কবির, মালয়েশিয়া প্রবাসী সাংবাদিক

বাংলা নববর্ষ ও বাঙালি জাতি

এপ্রিলের ১৪ তারিখ বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ।এই দিনটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় উৎসবগুলোর একটি। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুইটি ঈদের পর পহেলা বৈশাখই দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ উদ্‌যাপন করে থাকেন। কেবল বাংলাদেশই নয়, দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছেও দিনটি বিশেষ উদ্‌যাপনের। তবে কেবল বাংলাদেশ নয়, এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশে ১৪ই এপ্রিলে নতুন বর্ষবরণের উৎসব পালন করা হয়। এর মধ্যে ভারতের কয়েকটি রাজ্য, মিয়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম অন্যতম।

বাঙালি হলো দক্ষিণ এশিয়ার একটি ইন্দো-আর্য জাতিগোষ্ঠী, যারা বঙ্গ অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা এবং বর্তমানে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বরাক উপত্যকা, নিম্ন আসাম এবং মণিপুরের কিছু অংশে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। বাঙালিরা মূলত ইন্দো-আর্য পরিবারের বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন'। হান চীনা ও আরবের পরে বাঙালিরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। ইন্দো-ইউরোপীয়দের মধ্যে বৃহত্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশ এবং ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকার বাইরে ও ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বসবাস করে। ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড-, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরখন্ড - রাজ্যগুলোতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাঙালিরা বাস করে। এছাড়া নেপাল প্রদেশ নং ১-এ বাঙালিদের উপস্থিতি রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, মিয়ানমার, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া , ইতালি, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়াতেও ব্যাপক বাঙালি অভিবাসী গোষ্ঠী (বাংলাদেশি বাঙালি এবং ভারতীয় বাঙালি) গড়ে উঠেছে।

বাঙালিরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এক বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশে সিংহভাগ বাঙালি ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এছাড়া হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। ইতিহাসের অন্যান্য বৃহৎ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মতো বাঙালিরাও শিল্প ও স্থাপত্য, ভাষা, লোককথা, সাহিত্য, রাজনীতি, সামরিক, ব্যবসা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং অবদান রেখেছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতির সব ধর্মের মানুষের সর্বজনীন উৎসব। এ জাতির একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। বৈশাখি মেলা হলো এ উৎসবের মূল প্রাণ।

হিজরি সনকে ভিত্তি করেই বাংলা সনের উৎপত্তি। মোগল সম্রাট আকবর তার শাসন আমলে (১৫৫৬-১৬০৫) বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরি সনকে ভিত্তি করে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তখনকার কৃষিভিত্তিক সমাজ ছিল এই উৎসবের মূলকেন্দ্র। বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, ওড়িশা, করোলা, মণিপুর, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, নেপাল প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে এই উৎসব পালন করত। সম্রাট আকবরের আগে ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটরা কৃষি পণ্যর খাজনা আদায় করতেন হিজরি পঞ্জিকার দিন-তারিখ অনুযায়ী। কিন্তু হিজরি সন নির্ভর করে সম্পূর্ণ চাঁদের ওপর। ফলে খাজনা আদায় করা নিয়ে ব্যাপক বিপত্তি দেখা দিত। সম্রাট আকবর সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে একটি নতুন পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন।

এই পঞ্জিকাটির সনই 'বাংলা সন' হিসেবে পরিচিতি। সম্রাট আকবর সিংহাসন আরোহণের বা অভিষেকের দিনটিকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে তার অভিষেকের দিন থেকেই বাংলা সন গণনা শুরু হয় (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬ ইংরেজি সন থেকে)। প্রথমে বাংলা সনের নামকরণ করা হয়েছিল 'ফসলি সন'। পরে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ফসলি সন'ই 'বাংলা সন' হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করে। বাংলা সন প্রবর্তনে মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মে বেশ প্রভাব পড়ে। বাংলা সন ছাড়াও প্রায় সব সনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাবের একটি দিক থাকে। বাংলা সনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত স্রোতে এ সনটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি করেছে।

বাংলা নববর্ষের সেকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
সেকালে পহেলা বৈশাখ ছিল খাজনা পরিশোধ ও সামাজিক উৎসবের দিন। চৈত্র মাসের শেষ দিনে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করতেন, আর নববর্ষের দিন জমিদাররা মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' খুলে নতুন বছরের হিসাব শুরু করতেন এবং ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। বৈশাখি মেলা, হালখাতা, হাডুডু, লাঠিখেলা, কুস্তি, নৌকাবাইচ, ঘোড়াদৌড়, ডাং-গুলি, কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি গ্রামীণ অনুষ্ঠান সেকালে মাস জুড়ে চলত। হালখাতার পরিবেশ উৎসবমুখর করার জন্য রং-বেরং কাগজের তিনকোনা পতাকা দিয়ে প্রাঙ্গণ সাজানো হতো। মহাজনরা রসগোল্লা, বুন্দিয়া, জিলাপি, পুরি, লিচু, ডাল-তরকারি দিয়ে গ্রাহকদের আপ্যায়ন করতেন। এছাড়া জারিগান, গাজনের গান, যাত্রাপালা, সার্কাসেরও আয়োজন করা হতো।

বাংলা নববর্ষের একাল: আধুনিক উদ্‌যাপনের রূপান্তর
বাংলা নববর্ষ, যা একসময় কৃষিকাজ ও খাজনা পরিশোধের সময়সূচি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হতো, আজ তা বাঙালির সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর নববর্ষ উদ্‌যাপন আরও প্রাণবন্ত ও বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে পহেলা বৈশাখের দিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দিনটি বরণ করা হয়। ১৯৬৫ সালে ছায়ানটের উদ্যোগে রমনা বটমূলে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে বর্ষবরণ শুরু হয়, যা আজও অব্যাহত আছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে শুরু হওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন বর্ষবরণের অন্যতম আকর্ষণ। এই শোভাযাত্রা ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর "মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া পান্তা-ইলিশ খাওয়া, বৈশাখি মেলা, হালখাতা প্রভৃতি আধুনিক নববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনগুলো বাংলা নববর্ষকে একটি সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক উৎসবে রূপান্তরিত করেছে।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ এবং ভারত ছাড়াও আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, সুইডেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালিরা বিপুল আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেন। বর্তমানকালে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বাহ্যিক চাকচিক্য ও আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে পল্লির প্রীতিপূর্ণ ছোট ছোট উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানগুলো যদিও কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, তারপরও বাংলা নববর্ষের আনন্দের সার্বজনীনতা অনস্বীকার্য।

গার্গী লাহিড়ী, টরন্টো, কানাডা

প্রবাসের ষোলআনা বাঙালীয়ানা

মালয়েশিয়ার বাংলাদেশি এক্সপ্যাটস গ্রুপের নববর্ষের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই! মালয়েশিয়ার সাথে জীবনের অমূল্য কিছু সময় জড়িয়ে আছে, সাথে আছে অনেক স্মৃতি যা সারা জীবন বহন করবো।আজ না হয় সেই কিছু স্মৃতিচারণই হোক এই লেখার মধ্যে দিয়ে...

আজ প্রায় ষোল বছর আছি দেশের বাইরে।প্রথমবারের মতো প্রবাসী তকমা নিয়ে যখন মালয়েশিয়াতে পা রাখি, তখন অনেক কিছুই গভীরে তলিয়ে ভাবিনি, যে নিজ দেশের কত কিছুকে হারাচ্ছি। উৎসব পরব গুলো যে আর দেশের মতো পাবো না; যে সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছি, তার টুকিটাকি নানান কিছুকে ভুলে থাকতে হবে, তা উপলব্ধি করিনি।মালয়েশিয়াতে প্রবাস জীবনের প্রথম বছরটা তো বুঝে উঠতেই কেটে গেলো, আর এরপর আস্তে আস্তে এলো একাকিত্ব - নিজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, বন্ধু পরিজন যারা আমার ভাষা বোঝেন, সংস্কৃতি বোঝেন- এমন মানুষজনের অভাব!

আস্তে আস্তে চেনাজানা বাড়লো, এবং কবে কখন জানি দেশের বাইরে দেশ, পরিবার থেকে দুরে আরেকটি পরিবার তৈরি হয়ে গেলো প্রবাসী কর্মজীবী বাঙালিদের নিয়ে।আর তাঁদের সঙ্গেই নববর্ষ, ঈদ, পুজো যেন নতুন মাত্রা পেলো।প্রথমে ৫/৬ টি পরিবার মিলে ছোট পরিসরে ঘরোয়া আমেজে হলো বৈশাখি আয়োজন।দেখা গেলো সঙ্গীত, নৃত্য বা বাচিক শিল্পী আছেন অনেকেই, কিন্তু বহু বছরের চর্চার অভাব।কোন কিছুই বাধা হলো না - সবাই একত্র হয়ে, কয়েকদিনের রিহার্সালে সাহস করে মঞ্চে উঠে সকলে গলা মেলালাম- 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা...'।নাচে, কবিতায় মুখর হলো ছোট পার্টি হলটি।

এরপরে পরিবার আকারে বড় হতে হতে একসময় মিলনায়তন হল ভাড়া করে আয়োজন করা হলো... হলো দারুণ লোকসমাগম! মূল অনুষ্ঠানের মাস খানেক আগে থেকে জোরেসোরে সে কি রিহার্সাল! প্রতিটা রিহার্সালে সে কি আনন্দ, সে কি হাসাহাসি! সেই সাথে ভূরিভোজের তো তুলনা নেই! আমাদের নিজস্ব শিল্পীদের দক্ষতা বেড়েছে নিয়মিত চর্চায়! নতুন নতুন মানুষের অংশগ্রহণ।অনুষ্ঠানের দিন মুখে আলপনা আঁকা থেকে শুরু করে বাচ্চাদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা- কি ছিল না! আর দিন শেষে থাকলো দক্ষ শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান, সাথে আমাদের বেতালের নাচ !
প্রতিবছর যেন অনুষ্ঠানের জাঁকজমক আরো বাড়ে! মনে আছে, আমার মালয়শিয়ার পরিবারের সাথে শেষ বৈশাখি আয়োজন ছিল আমার দেখা সব থেকে চটকদার অনুষ্ঠান।দেড় দুই মাসের বেশী সময় ধরে সকলের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, নিয়মিত রিহার্সাল।নাচ গানের সাথে ছিল ফ্যাশন শো।বাংলাদেশি ছায়াছবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেউ শাবানা-রাজ্জাক, কেউ ববিতা-বুলবুল সেজে নিজের প্রতিভার সবটুকু উজাড় করে সে কি পারফরম্যান্স! তো এমন সব আয়োজনের তো কিছু প্রচারণা চালাতে হবে অনুষ্ঠানের আগে থেকেই! সে লক্ষ্যে রিহার্সালের টুকরো ছবি ভিডিও দিয়ে ট্রেইলার বানানো হলো।কিন্তু বিপদ হলো ফ্যাশন শো নিয়ে।রিহার্সালের ক্লিপ প্রচার করলে তো সব উত্তেজনা, আগ্রহ হারাবে।ওদিকে ৫০/৬০/৭০ দশকের বাংলা মুভির কোন অফিসিয়াল ট্রেইলার ও পাওয়া যাচ্ছে না।তাতে কি দমে থাকবো আমরা? ফ্যাশান শোর জন্য বাছাই করা প্রতিটা মুভির কিছু ছবি নিয়ে, নিজেদের মনমতো গল্প তার ওপর চাপিয়ে, মজাদার একেকটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে এরপর নিজেরাই বানালাম ট্রেইলার! আর সে কি বর্ণনা! 'রঙিন পর্দায় সম্পূর্ণ সাদাকালো, অবুঝ মন! মন! মন!' ইত্যাদি!

সেই অনুষ্ঠানটি চমৎকার হয়েছিলো তো বটেই, কিন্তু এই পুরো প্রস্তুতি পর্বটা ছিল সব থেকে মজাদার! এখন ফিরে তাকালে বুঝি, সব কিছুর ওপরে মনে দাগ কেটে আছে সেই অফিস সেরে রিহার্সালগুলোর মধ্যে দিয়ে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলোই!

আমি নিশ্চিত, আজকেও মালয়েশিয়ার বাংলাদেশি পরিবারের বৈশাখি আয়োজন একইরকম আনন্দ নিয়ে আসে! টরন্টো তে এসে বিশাল বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা আয়োজনের মাঝে এখনো মনের কোণে উঁকি মারে মালয়েশিয়াতে কাটানো সেই অসাধারণ বছরগুলো ... প্রতিটা অনুষ্ঠানের আয়োজন, সেগুলো ঘিরে নিজেদের মধ্যে তৈরি হওয়া বন্ধন ...যা দেশ কালের ব্যবধানেও টিকে আছে... বেঁচে থাকুক বাংলার সংস্কৃতি, অটুট থাকুক বাঙালিয়ানা!

নিয়ান সাহা, ফার্মাসিস্ট ও নারী উদ্যোক্তা

উৎসবের কুয়ালালামপুর

কুয়ালালামপুর। মালয়েশিয়ার রাজধানী, আবার এই দেশের প্রাণকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। বিয়ের পর আমার হাজবেন্ডের চাকরির সূত্রে এখানেই শুরু আমাদের নতুন সংসার, একেবারে যাকে বলা হয় শূন্য থেকে শুরু! প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগতো - বিশেষ করে প্রিয় মানুষদের ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে, যৌথ পরিবারের খোলস ছেড়ে টোনাটুনির সংসার, তাও সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা এক নতুন দেশে! কিন্তু কিছুদিন থাকতে না থাকতেই এই দেশটা কেমন করে যেন আমার মনের অনেকটা জায়গা দখল করে নিলো ।অবশ্য বেশ কিছু কারণও আছে - বিশেষ করে এখানে আসার পর পরই এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি যারা আমাকে প্রথম দিন থেকেই এত বেশী নিজের করে নিয়েছিলো যে, আমার মন খারাপটা অনেক সময় টেরই পেতাম না।অন্য আরেকটি বিশেষ কারণ হলো এই দেশের সৌন্দর্য।এতো সুন্দর সবুজ পরিপাটি একটা শহর! সুন্দর প্রশস্ত আর পরিষ্কার রাস্তা, চারদিকে সবুজের সমারোহ, বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর এত সুন্দর আকাশ!

কুয়ালালামপুরের সবচাইতে সুন্দর বৈশিষ্ট্য যদি বলতে হয়, সেটা হলো বিভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের একই পরিবেশে একত্রে দিনযাপন করা। হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন, এমনতো আরোও অনেক দেশেই আছে, কিন্তু এখানকার আবহটা আমার কাছে খুবই অন্যরকম লাগে, এমনকি এখানে যারা বেড়াতে আসেন তারাও চলে যাওয়ার আগে এমনটাই বলে যান।ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সম্মান দেয়া, কোন অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতায় বাধা না দেয়া, কে কি করলো বা না করলো সেটা নিয়েও কারো মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু নিজেদের কোন আয়োজনে যেন অন্য কারো অসুবিধা না হয় সেদিকে সদা সতর্ক।এখানে এসে যে পরিমাণ "দুঃখিত" এবং "ধন্যবাদ" শব্দ দু'টি শুনেছি, নিজের দেশে ২০/২৫ বছরেও তার ১০% শুনেছি বলে মনে হয় না। এজন্যই মনে হয় এখানকার সব উৎসবগুলোই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে অনেক বেশী উপভোগ করতে পারে।আমরা যেমন বাংলাদেশে বলি, "বারো মাসে তেরো পার্বণ", এখানেও তেমনটা মনে হয় সারাবছর জুড়ে আলোকসজ্জা আর রাতের বেলায় আতশবাজি দেখলে, তার সাথে বিভিন্ন শপিং মল আর দোকানে সারা বছর জুড়েই চলে বিভিন্ন ধরনের ডিস্কাউন্ট! সারাবছর, মানে ৩৬৫/২৪ কুয়ালালামপুর খুবই লাইভলি থাকে - যে কারণে এটি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের শহর ।

আগেই যেমনটা বললাম, মালয়েশিয়া একটি বহু ধর্মীয় দেশ।এখানকার প্রধান ধর্ম হলো ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং চাইনিজ ধর্মীয় বিশ্বাসও এখানে স্বীকৃত ও প্রভাবশালী। ফলে বছরের নানা সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব এখানে উদ্‌যাপিত হয়। কুয়ালালামপুরে এই উৎসবগুলোর জাঁকজমক আয়োজন, মানুষের অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আলাদা করে নজর কাড়ে। আঙ্গিক ভিন্ন হলেও পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের সংমিশ্রণে কুয়ালালামপুর একটি আনন্দের শহর, উৎসবের শহর, ভালোবাসার শহর!

চাইনিজ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো "চাইনিজ নিউ ইয়ার" বা "লুনার নিউ ইয়ার"। চাইনিজ রাশিচক্রে ১২টি প্রাণী আছে- ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ছাগল, বানর, মোরগ, কুকুর এবং শূকর।ক্রম অনুযায়ী একেক বছর একেকটি প্রাণীকে তাদের নিউ ইয়ারের প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করে উৎসব আয়োজন করা হয়।জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্‌যাপিত এই উৎসব উপলক্ষ্যে কুয়ালালামপুরের চায়নাটাউন, বিভিন্ন শপিং মল এবং আবাসিক এলাকারঙ্গিন (বিশেষ করে লাল রং) লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হয়, ড্রাগন ড্যান্স পরিবেশন ও আতশবাজিতে আলোকিত হয় রাতের আকাশ।ড্রাগন ড্যান্সটা দেখার মত একটা পরিবেশনা।এতটা পারদর্শিতার সাথে তারা নাচটা পরিবেশন করেন যা সত্যি মনোমুগ্ধকর।এই উদ্‌যাপন প্রায় এক মাস ধরে চলে, সরকারি ছুটি থাকে ২ দিন। পরিবারের সদস্যরা একত্রে খাবার খায়, উপহার দেয় এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, বরং সামাজিক বন্ধন ও পরিবারের গুরুত্বের প্রতীক।

থাইপুসাম (যা আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কার্তিক পূজা, কিন্তু এখানে বেশ অন্যরকম আর অনেক বড় পরিসরে পালিত হয়) তামিল হিন্দুদের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যা কুয়ালালামপুরের বাটু কেইভসে আয়োজন করা হয়।বাটু কেইভস অবশ্য কুয়ালালামপুরের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থানও বটে।হাজার হাজার ভক্ত কাভাড়ি কাঁধে নিয়ে বাটু কেইভসে যান এবং ত্যাগ ও ভক্তির নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন রকম কঠোর আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। কিছুটা আমাদের দেশের চড়ক পূজার মতই ভক্তরা পিঠে অনেক হুক লাগিয়ে বড় বড় রথ অনেক দূর থেকে টেনে নিয়ে আসেন।এই উৎসব পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। পুলিশ প্রহরায় (যাতে করে রাস্তায় কোন যানজট তৈরি না হয়) অনেক লম্বা র‍্যালীও আসে দূরদূরান্ত থেকে। ওই দিন সরকারি ছুটি থাকে সারা দেশব্যাপী।

এই দেশে ঈদকে সবাই বলে হারিরায়া। ঈদ উল ফিতর হচ্ছে হারিরায়া আইদিল ফিতরি, আর ঈদ উল আযহা কে বলে হারিরায়া হাজি। ইসলামি ক্যালেন্ডারের শাওয়াল মাসের শুরুতে পবিত্র রমজান শেষে হারিরায়া আইদিল ফিতরি উদ্‌যাপন করা হয়।এটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। কুয়ালালামপুরে এই সময় শহর সাজানো হয় বাহারি আলোকসজ্জায়।

সবাই নতুন পোশাকে সাজে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, খাবারদাবার ভাগ করে। "ওপেন হাউস" একটি বিশেষ প্রথা, যেখানে মুসলিম পরিবারগুলো তাদের দরজা খুলে দেয় সব ধর্মের মানুষের জন্য, থাকে বাহারি আর ট্র্যাডিশনাল সব খাবার। এই উৎসবে সামাজিক সম্প্রীতির এক অসাধারণ চিত্র ফুটে ওঠে। কোরবানির ঈদে আমাদের দেশে যেমন রাস্তায় রাস্তায় পশু কোরবানি দিতে দেখা যায়, এখানে এগুলো কল্পনাও করা যায় না।

সরকারি ভাবে নির্ধারিত জায়গাতে গিয়ে কোরবানির টাকা দিয়ে আসতে হয়, ঈদের দিন তারাই সেখানে পশু কোরবানি করে এবং নিয়মানুযায়ী যে পরিমাণ মাংস (নিজের ভাগ) পাওয়ার কথা সে পরিমাণ একদম প্যাকেট করে রেখে দেয়, শুধু কাগজ দেখিয়ে প্যাকেট নিয়ে আসতে হয়। তারপর সারাদিন ধরে চলে রান্না আর আতিথেয়তা। এখানে অনেক পশুর ফার্ম আছে, যারা কোরবানি দিতে চায় তারা সেসব ফার্মে যোগাযোগ করেও পশু কোরবানি দিতে পারেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের আলোর উৎসব "দীপাবলি" কুয়ালালামপুরে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়। লিটল ইন্ডিয়া নামে পরিচিত ব্রিকফিল্ডস এলাকাটি এই সময় আলোর সাজে আলোকিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সারা শহরে বাড়িতে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো, আতশবাজি, রঙিন রঙোলি তৈরি, মিষ্টি বিতরণ এবং মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মুসলিম, চাইনিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও দীপাবলির আনন্দে অংশ নেয়, যা মালয়েশিয়ার আন্তঃসাম্প্রদায়িক বন্ধনকে প্রতিফলিত করে।
কুয়ালালামপুরে ক্রিসমাসও অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে পালিত হয়। শপিং মলগুলো সাজানো হয় ক্রিসমাস ট্রি, লাইটিং ও থিম-ভিত্তিক প্রদর্শনীতে। সঙ্গীত, উপহার বিনিময় ও পার্টি এই উৎসবের অংশ। এটি শহরের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির আরও একটি দৃষ্টান্ত।

৩১ আগস্ট মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবস বা 'মারদেকা ডে' কুয়ালালামপুরে বড় আকারে উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিশাল প্যারেড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আতশবাজি হয়। এছাড়াও মালয়েশিয়া দিবস, ফ্লোরাল ফেস্টিভ্যাল, ফুড ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদিও শহরের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে সারা বছরজুড়ে।

এখানে বিভিন্ন উৎসব আয়োজনের সাথে একটি বিশেষ প্রথা চালু আছে, সেটা হল "আংপাও" আদান প্রদান। "আংপাও" হলো একটি বিশেষ ধরনের কাগজের খাম যা ভিন্ন ভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে ছাপানো হয়। কেউ দোকান থেকে পছন্দমতো কিনে নিতে পারেন আবার বিভিন্ন শপিংমল/দোকানে শপিং করে ফ্রি পাওয়াও যায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও উপহার হিসেবে দেওয়া হয় (ব্যাংক, পেট্রোল পাম্প, কর্পোরেট হাউজ)। ঈদ বা পূজা বা চাইনিজ নিউ ইয়ার এ বড়রা এই খামের ভেতরে টাকা ভরে ছোটদের হাতে তুলে দেয় (আমাদের দেশে যেমন করে সালামী/প্রণামি দেয়া হয়)।

এটাকে বড়দের কাছ থেকে ছোটদের প্রতি ভালোবাসা ও আশীর্বাদ এর প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এমনকি অফিসে সিনিয়র কলিগরাও জুনিয়রদের আংপাও দিয়ে থাকে।
কুয়ালালামপুরের উৎসবগুলো শুধু মাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং এগুলো সামাজিক ঐক্য, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মানবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একে অপরের উৎসবে অংশগ্রহণ করে, যা এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই শহরের উৎসবপ্রেমী চরিত্রই একে বিশ্ব পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে।

"উৎসবের কুয়ালালামপুর" কেবল একটি শহর নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত সংস্কৃতির প্রতীক। বছরের প্রায় প্রতিটি মাসেই এখানে কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবগুলোই কুয়ালালামপুরকে শুধু উন্নত একটি শহর নয়, বরং হৃদয়ে হৃদয়ে সংযুক্ত একটি মানুষের শহরে পরিণত করেছে। কুয়ালালামপুরের উৎসব প্রেম ও বৈচিত্র্য আজ বিশ্ববাসীর কাছেও এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। তাই বলা যায়, উৎসব কুয়ালালামপুরের প্রাণ এবং এই প্রাণশক্তিই শহরটিকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখে অনন্য উজ্জ্বলতায়।

Zara Afrin Ali, Student, Taylor's University Malaysia

A FOREIGNER IN MY OWN COUNTRY

Ever since I was just ten months old, I've lived outside of Bangladesh, my birthplace, the blood that flows inside of me and the land that forms the core of who I am. I spent the first five years of my life in Japan, surrounded by cherry blossoms, vibrant cityscapes, and a language that I was more comfortable with rather than my mother tongue. After that, my family moved to Malaysia, where we've lived since. Though I grew up thousands of miles away from Bangladesh, a quiet part of me always held onto it. It felt like an invisible thread tied around my heart, gently tugging me toward the place I could barely spend days in, but deeply longed to understand. This longing became the beginning of my journey. To hold on to my identity, to discover more about my culture, its history and most importantly, to learn Bangla.

During my time in Japan, my earliest memories are of playgrounds filled with my Japanese friends, cartoon shows I would watch all day long, and enthusiastic teachers who taught me simple words with laughter. I quickly picked up Japanese to make friends and feel included. I was even told that I sounded like a native speaker! However, at home, everything was different. The moment I stepped through the door of our home, and dropped my school bag, the world shifted into a space filled with Bangla, my parents' voices, family phone calls, celebrations like Bangla New Year or 21st February, the sarees, bangles and bedtime stories that painted scenes of village life, and folktales like "Shakchunni", the female version of monster, embedded into my head. It was like our own little bubble. With my parents, Bangla was more than a language. It was a world where I belonged, even if I didn't fully understand its depth on that time.

One of the moments that defined my connection to Bangla came when I participated in a competition. I was only a child, but I still remember the excitement and nervousness I felt when I wrote the entire Bangla alphabet. I poured my little heart into every letter, colouring it with different colours, remembering the curves and dots my mom had shown me countless times. When I was announced as the first-place winner, my parents beamed with pride. That achievement wasn't just an award, to me it was something greater, a sense of joy burned inside of me. It told me that even if I didn't live in Bangladesh, the culture of my country was alive within me. And that I had the ability to improve and gain more knowledge. That I should not be afraid of wanting to learn my own countries' language. Not be afraid of wanting to be a part of the "Desi Club". And definitely to not be embarrassed about being a Bangladeshi who did not know much about her own country.

As we settled into life in Malaysia, the challenge became much harder. In school and among friends, English was the dominant language. In order to survive here, I needed to tackle a new task, learn the English language. There were moments where it felt easier to just speak in English with my parents, to enhance my skills. However, they would not budge. "Only Bangla should be used when you speak to us," they would say. Some days I would sit and wonder why I had to speak in Bangla. My friends all spoke in English with their parents. Why can't I? Now that I have grown up, I am really grateful that they have decided to do what they did years ago. They continued to speak to me in Bangla, asked me how school was, what I did throughout the day and sometimes even corrected my grammar when I stumbled or even when I could not find the right word to express my thoughts. I had once also almost forgotten how to write in Bangla, but my mom had then enrolled me into a Bangla class conducted by my mom's friend. Here I brushed up the alphabets and could even start reading again. The more I spoke, the more confident I became and slowly, what once felt like a chore became a source of pride.

Now, whenever I meet someone who speaks Bengali, a unique excitement bursts inside me. I find myself smiling before I even say a word. It's like discovering a hidden treasure chest or even winning the lottery. It may sound dramatic but I grew up seeing in an international school, where every country would talk to people from their homeland. I would feel quite jealous and think "I wish I knew their language so that I could speak to them without anyone knowing what we are talking about." The feeling of speaking in my own language, especially with someone new, fills me with joy. I would find it fun to tell my friends and classmates how rich my mother tongue was. And that I could pronounce almost everything.

Seeing the shock on their faces when they learn that "ট" and "ত" are different sounds. Their reactions are always priceless. In university every time I tell my Bengali friends about my life story; they always look surprised and say that my Bangla is really good for someone who has barely lived there. These types of praises bring me the same feeling of joy that I felt when I had won the competition. This feeling constantly reminds me that I am part of something much bigger than just my life abroad.

Though I've never really lived in Bangladesh long enough to call it "home" in the traditional sense, I've come to realize that home is not just a place, it's a feeling. And in my opinion, language is the key that opens its door. That's why I chose the title "A Foreigner in My Own Country." I may not walk, eat, sleep and study there every day, but in my heart, I carry its essence. My journey with Bangla language and its culture is still ongoing, and I'm excited to keep learning, speaking, and connecting. Because with every word I say in my mother tongue, I take one step closer to the country that has always been mine, even from a distance.

প্রবাসের চিরকুট

বিদেশে পড়াশোনা আমার জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। নেদারল্যান্ডস মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কলেজ (এনএমইউসি)-এ পড়াশোনার মাধ্যমে আমি আধুনিক মেরিটাইম প্রযুক্তি, পর্যটন ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছি।এই অভিজ্ঞতা আমাকে শুধু পেশাগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও সমৃদ্ধ করেছে।আমি বিশ্বাস করি, এই অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের মেরিটাইম শিল্প ও লজিস্টিক খাতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে।ভবিষ্যতে আমি চাই, এই খাতে দক্ষতা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদান রাখতে, যাতে আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অঙ্গনে আরও শক্তিশালী অবস্থান অর্জন করতে পারে।

অপি, শিক্ষার্থী, নেদারল্যান্ডস মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কলেজ (এনএমইউসি)

বিদেশে পড়াশোনা আমার সৃজনশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।ইউনিটার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এ ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করে বুঝেছি, কীভাবে নান্দনিকতা আর কার্যকারিতা একসঙ্গে কাজ করে।এখানে শেখা প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি প্রকল্প আমাকে ভাবতে শিখিয়েছে ভিন্নভাবে–সমস্যার ভিতরে সৌন্দর্য খুঁজে বের করার মতো।আমি চাই, এই জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে আধুনিক ও অর্থবহ ডিজাইন চর্চার একটি ধারা তৈরি করতে, যেখানে সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও টেকসই চিন্তা একসূত্রে গাঁথা থাকবে।

রাইসা, শিক্ষার্থী, ইউনিটার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

মা

পেন্ডোরা চৌধুরী

এখন তোমার কথা তেমন রুটিন করে
জিজ্ঞেস করা আর হয়ে ওঠে না ।
তুমি সংবাদে নেই
তুমি শিরোনামে নেই
তুমি ভালোয় নেই, মন্দে নেই
তুমি কোলাহলে নেই,
তুমি লোকালয়ে নেই,
তুমি চলে গেছো, তুমি চলে গেছো।
তুমি চলে গেছো
লোক চক্ষুর অন্তরালে
জীবন স্রোতের অন্য পাশে
একাকিনী
বিরহিণী
অভিমানী
সব লেন দেন শেষ করে
সব চাওয়া পাওয়া চুকিয়ে
কোন এক অন্তহীন, নির্জন, নিভৃত জগতে ।

তবে
সত্যিই কি তুমি নেই?

কোন এক অলস দুপুরে
কোন এক নির্জন একাকী বিকেলে
কোনো এক বিষণ্ন সন্ধ্যায়
কোনো এক নির্ঘুম মাঝরাতে
আমার নিজের ভেতরের একাকী আমিতে
তুমি আছ!
তুমি আছ আমার সম্পূর্ণ সত্ত্বায়
আমার অস্তিত্বে
আমার এই মন প্রাণ জুড়ে ।
যতদিন এই নশ্বর শরীর থাকবে
ততদিন তুমিও থাকবে
হয়ত প্রতি মুহূর্তে নয়
হয়ত ঘড়ির কাঁটার টিক টিক আওয়াজের মত
রুটিন মাফিক শব্দ করে নয়
বিদ্যুতের ঝিলিকের মত
কখনও কখনও
ঝিলিক দিয়ে তুমি আসবে
তবু তুমি আসবে ।

তোমাকে আসতেই হবে
এ আসা তো নতুন কিছু নয়
এ আমার ভেতরেরই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরণন ...

জানি তুমি শুনবে না
জানি তুমি বুঝবে না
জানি,
অনেকটা দেরি হয়ে গেছে
তবু,
যে কথা গুলো আগে কখনো
এই সেই ব্যস্ততায়
বলবো বলবো করেও
সে ভাবে বলা হয়ে ওঠেনি
সেই অতি সত্য
চিরন্তন
শুদ্ধতম
শব্দমালা
তোমায় বলতে চাই
মা গো ...
ভালোবাসি...

HOME

Zaima Tazmeen Khan
Student, Sri KDU International School

Pohela Boishakh, the New Year's Day,
We dress in red and white and play.
Decorations bling, voices cheer,
A special time that feels so near.

We walk in crowds, both young and old,
With painted masks and banners bold.
We smile at strangers, laugh with friends -
The joy of Boishakh never ends.

No matter where we're from or who,
We come together, proud and true.
We dance, we eat, we sing our songs,
Because this land is where we belong.

The fields are green, the rivers wide,
Our culture fills us all with pride.

In every heart, there burns a flame -
A love that shines through storm and rain.
We speak as one, we care, we share,
In every village, city and square.

Through every voice and helping hand,
We proudly call this our homeland.

সফলতা

তাসনীম আঁখি

দূর দিগন্তের দীর্ঘ দরিয়া
দেখিয়া ভয় করিয়া
যাইবো চলিয়া।
এহেন ভাবিয়াছ আগ বাড়াইয়া -
ওহে নহে...
সকল বাধা সহে-সহায়ে,
নিভৃতে, ধীরে, নীড়ের আড়ালে,
একাগ্র মনে লক্ষ্য লুকায়ে,
প্রতিযোগিতার ধ্রুপদী পদতলে দলিয়া,
রহিয়াছি আদৌও, রইবো বলিয়া।

হইবে পূরণ,আসিবে সেই ক্ষণ,
বিজয় সরণির ফটকে দাঁড়ায়ে,
ক্লান্ত-হাতে কড়া নাড়ায়ে,
শান্ত স্বরে, সভ্যতার তরে,
বলিবো ও হে...
সফলতা শক্তিতে নহে,
আত্মবিশ্বাসে চিরকাল বহে ...

A Special Thank You to
Syed Mawla & Friends
We are delighted to share that an anonymous friend has kindly donated to support the BDExpat. Your heartfelt contribution will go a long way in nurturing creativity, learning, and joy among our young members. Thank you for believing in our future! ❤️

পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনা আমাকে গভীরভাবে গবেষণাভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মালয়েশিয়ায় পড়াশোনার অভিজ্ঞতা শুধু অ্যাকাডেমিক নয়– এটা ছিল একটি সাংস্কৃতিক, পেশাগত এবং আত্ম-উন্নয়নের যাত্রা।প্রতিটি অধ্যায়ে আমি শিখেছি কীভাবে ক্ষুদ্র একটি আইডিয়া বড় একটি পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।আমি বিশ্বাস করি, এই গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দেশের উচ্চশিক্ষা ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।জ্ঞানকে কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য কাজে লাগানোই এখন আমার মূল লক্ষ্য।

এমা, শিক্ষার্থী, নেদারল্যান্ডস মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কলেজ (এনএমইউসি)

Nuhad Bin Kabir, Student, Methodist College Kuala Lumpur (MCKL)

THE TIME LOOP MURDER

14th April 2025. It was my first case. At that time, I was still finding my footing in the world of detectives. But this one... this was different. What seemed like a routine murder investigation quickly became something far more complicated. I couldn't have predicted how things would unfold, especially on a day when everything is meant to begin anew. Looking back now, I realize I had no idea then just how much this case would teach me, or how much I'd be caught up in it. What? Don't you recognize me? I am Feluda. Actually, his new form. My name is Siddharth Chandra Mitra. Just by hearing the name, you can understand that I am the grandson of the famous Pradosh Chandra Mitra, whom everyone knows as Feluda. Right now, I live in Dhaka. I moved here during Covid. 21 Rajani Sen Road, is now old, and since my father, the late Shri Topase Mitra, passed away, I have been completely alone. There was no point in staying in Kolkata anymore. It was as if all the secrets had gone to Bomkesh Bakshi, and I had found nothing.

After arriving in Bangladesh, I came across my first case—a very strange one. On the eve of the first day of Baishakh in 2024. I was sitting in a wooden swing chair, reading The Hound of the Baskervilles. A light breeze was blowing through the old window sill, carrying the scent of fish being dipped in mustard oil for the fish curry, from the house next door. The main road was a huge crowd—people everywhere, dressed in bright saris and Punjabis, the city was busy preparing for the New Year. Rickshaws were stuck in a standstill, trying to make room for pedestrians, a few reporters were running to one side, taking pictures of the colorful decorations. The walls of the road were covered with large canvases, where a mixture of vibrant colors like electric blue, bright red, and emerald green was visible, creating a scene like a bright painting in the entire area. The colors of the street, the smells of food, and the chatter of people were combining to create a strange atmosphere, and before I knew it, I was finally standing in front of my first mystery.

I was sitting there staring at the sky like a duck, and just as I was drifting off into a half-sleep, 'Tring! Tring!' the landline screamed in its voice, as if trying to get all its strength out. There was no name or number on the screen. I picked up the phone, wiping my eyes. 'Hello?' I replied softly, somewhat unconsciously. 'Shaun, I am Afnan Karim... I will be killed in the next hour.' The voice trembled with fear and panic, but strangely there was a kind of cold, clear peace, as if he had accepted his fate. He spoke quickly, in a secret voice, but every word was clear, as if he wanted to keep a cool head in his own danger. Before I could say anything, the phone hung up. I stared at the screen in surprise, feeling dizzy. At first, I thought it might be a prank call, someone trying to call me. But there was something in that voice that seemed to hang in the air, an uneasy feeling that was consuming me. How did he know my nickname? It's not something you can ignore. "Afnan Karim", I said to myself. Stop... I saw this name in Forbes magazine. He is ninth on the list of the world's richest people. I thought, maybe I saw something in my sleep. I went back to sleep.

The next day, my curiosity didn't seem to subside. I sat down and started to inquire about Afnan Karim. But one question kept coming to my mind—how did he know my nickname? Anyway, the day passed, and night came silently. From the balcony, I heard some aunts and uncles sitting in a circle below playing antakshari. 'Tring! Tring!'—the landline phone suddenly screamed as if it would tear its lungs apart. There was no name or number on the display. I picked up the phone and slowly said, "Hello?" "Shaun, I'm Afnan Karim". "I will be killed within the next hour," said a cold voice. The call ended abruptly. This was no joke. This time I didn't delay. I picked up my notebook and flashlight, put on my shoes and went out. It's not far from Bakshi Bazar to Dhanmondi Road No. 6 by rickshaw.

I said to myself, "Let's go and see what's going on." When I reached there, I was running through alley after alley, searching, when suddenly I saw a man lying down. I ran and saw, really... It was Afnan Karim. At least three stab wounds near the stomach. I couldn't get any mobile network; I couldn't call anyone - the police or the hospital. I came out of the alley, contacted the police. I explained the incident in detail. But when I returned to that alley, I saw - the body was gone. Nowhere. I was stunned. After half an hour, the police came. I told them everything, but I couldn't quite believe my own words. Finally, I returned home - heartbroken, shocked and deeply disturbed.

The next morning, I was still consumed by the events of the previous night. I skipped breakfast and lunch, sifting through every detail in my mind, trying to make sense of it all. My grandfather's old case notes lay scattered across my desk, but none of them offered the clarity I needed. Frustrated and restless, I decided to step out for some fresh air. I jogged to Ramna Park, hoping a change of scenery might help. That's when I saw him. Afnan Karim. Alive. I blinked. Rubbed my eyes. But there was no mistake—it was him. I rushed toward him and, catching my breath, blurted out everything: the call, the murder, the vanishing body. He looked at me like I was insane. "That's absurd," he said with a nervous chuckle. "I'm standing right in front of you. See? Alive and well." That night, I sat by the landline, heart thudding, waiting. And then— Tring! Tring! The landline screamed again. I picked up. "Shoun," came the voice—shakier this time, filled with fear— "This is Afnan Karim. I will be murdered in the next hour." I didn't waste a second. I threw on my shoes, grabbed my notebook and torch, and raced toward Dhanmondi Road No. 6. This time, I was faster. I reached just as a figure lunged toward Afnan in a shadowed alley. I screamed. The attacker turned and fled, vanishing into the darkness. But Afnan was safe. Back at my place, we sat down to piece together what we knew. Afnan recalled a detail—a burn scar on the attacker's forehead. That triggered something in me. I had read an article during my earlier research. Before Afnan Karim entered the Forbes list, another name was rising fast: Nabil Faruqi. Afnan froze. "Nabil?" He leaned forward; his voice low. "We worked together at Usmania Glass Sheet Factory Limited. He was the R&D Director; I was a process engineer. The company was doing well—really well. Then one day, a gas leak caused a massive explosion. The entire factory went up in flames. I was on leave that day, but Nabil was on duty. The reports said everyone inside had died." He paused. "When I claimed the remaining dues, I unknowingly took Nabil's salary—and his shares. He was a stakeholder too. That money made me rich." He looked away. "What I didn't know... was that Nabil had a family. And when I took the money in his name, his family lost everything." I leaned back in my chair, remembering something else. "There was another report," I said slowly. "Some of the workers who survived the blast were severely burnt. They went through reconstructive surgery. That's why... you didn't recognize him. His face has changed." There was a moment of silence after Afnan's confession. I stared in surprise, not understanding how Afnan would take this situation. "So… Nabil wants to kill me?" Afnan said softly. I paused for a moment, then calmly said, "Yes, Nabil is the real suspect." Afnan said again, scared, "But how did you know that I would die today?" I smiled at him and said, "You have endured a lot today, Afnan. We will talk about everything tomorrow. But listen, tomorrow you do not leave the house. I will be waiting for your call at exactly 9:06 pm." Afnan said, a little confused, "Why would I call?" I said slowly, calmly, "Follow what I have said. Stay home."

The next day, I did not waste any time. I went to the gym early in the morning to prepare myself—physically and mentally, because I needed stamina, focus, and a sharp mind. I sat by the phone until evening, ready, waiting for it to ring. As soon as I reached for my watch at 9:00 pm, it rang—but surprisingly, 6 minutes early. I picked up the phone and heard another new voice. "Hello?" "Hello, Siddharth Chandra Meter," the voice said. "I am Nabil Farooqui." I said without hesitation, "Nabil, I know you are a murderer. Surrender." Nabil said in a slightly colder voice, "You are not as intelligent as your grandfather. Yes, I am a murderer, but I have not killed Afnan yet. Afnan will die only when everyone takes revenge for him." "Everyone?" I said, confused. Nabil said, "Afnan didn't just cheat me, he took everyone's money and ran away.

He will die until he apologizes and returns the money to the families of the lost workers." I quickly ran to Afnan's house, calling Afnan halfway to warn him. When I reached Afnan's house, I saw that he had been saved, and quickly told him everything that had happened. Afnan, with a look of regret in his eyes, took out his account book and started returning the money to the lost families. "I… I'm sorry," Afnan said, a hint of regret in his voice. I shook my head and said, "You did everything you could. It's never too late to do the right thing." Afnan smiled slowly, tears in his eyes. "Thank you, Shaun. For everything. Wait, wait, wait... My case is not over yet. In fact, it seems to have just begun. What? Did I ever say I solved the case? No. Just when I thought I had finished my first case, the very next day, at 9:00 PM, I got another call. This time a new voice. "Do you really believe that Mr. Afnan Karim only cheated the people at the glass factory?" The call ended abruptly, I couldn't say anything. Then, exactly four minutes later, the call came again. This time, it was Afnan himself. "Shaun, I am Afnan Karim. I will be killed in the next hour." So, who is this new villain? What is his motive? The case is still unsolved. Do you want to find the right answer behind this mysterious cycle of deaths with me? You know, every great detective has an assistant—Feluda had Topsey, Byomkesh had Ajit, and Sherlock Holmes had Dr. Watson. Would you like to be my assistant? Let's solve this mystery together. -

The End - Synopsis / Summary On the night of Pohela Boishakh in Old Dhaka, Feluda's grandson Shoun (Siddharth Chandra Mitra) investigates a mysterious murder for the first time. In a terrifying phone call, businessman Afnan Karim tells him that he will be killed within an hour. However, when Shoun reaches the spot, Afnan's body has disappeared. After that, the same incident continues to happen every day, until Shoun is able to get to the bottom of the mystery. Linked to a horrific factory accident, Shoun realizes that Nabil Farooqui, whom everyone thought was dead, was alive to take revenge. Each clue brings him closer, but in the end, a surprising truth comes out, forcing Shoun to make a tough decision to stop this cycle of killing.

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কুয়ালালামপুর (আইইউকেএল) -এ ব্যবসায়িক যোগাযোগ নিয়ে পড়াশোনা করে আমি বুঝেছি–যোগাযোগ কেবল তথ্য বিনিময় নয়, বরং তা বিশ্বাস তৈরি, নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং মানুষকে প্রভাবিত করার এক শক্তিশালী মাধ্যম।বিদেশে পড়ার অভিজ্ঞতা আমাকে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে কাজ করতে শিখিয়েছে, যা পেশাগত জগতে অনেক বড় একটি সম্পদ।আমি বিশ্বাস করি, এই দক্ষতা দেশের কর্পোরেট ও উদ্যোক্তা পরিবেশে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।
ইয়াসিন, শিক্ষার্থী, আইইউকেএল

মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি (এমএমইউ) তে আইটি নিয়ে পড়াশোনা করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য দিগন্ত প্রসারিত করার মতো ছিল।আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা আর বাস্তবভিত্তিক প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ আমাকে আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ করে তুলেছে।আমি এখন প্রযুক্তিকে শুধু পেশা হিসেবে নয়, দেশের সমস্যার সমাধানে একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখি।ভবিষ্যতে চাই, দেশের প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে এবং তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে।–
নাঈম, শিক্ষার্থী, মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি

দিলরুবা হোসেন (কাজরী)

শিল্পের প্রতি ভালোবাসা- এক অনন্ত যাত্রা

ছবি আঁকতে এবং শিল্প-সজ্জা করতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ছোটবেলায় আমার স্বপ্ন ছিল চারুকলায় পড়াশোনা করব, নিজের কল্পনার জগৎকে রং আর রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করব। কিন্তু নানা কারণে সেই স্বপ্নটা তখন বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

তবুও কি স্বপ্ন থেমে যায়? একদমই না। স্বপ্ন যদি মনের গভীর থেকে আসে, তাহলে তা কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না। আমি এখনো আঁকি, সাজাই, রঙে মিশে যাই-সবটাই করি ভালোবাসা থেকে, প্যাশন থেকে। সম্ভবত সেই কারণেই যখন কোনো অনুষ্ঠান হয় বা ছবি-সংশ্লিষ্ট কোনো আয়োজন থাকে, প্রায়ই আমাকে ডাকা পরে । সেটা আমার কাছে অনেক বড় সম্মানের, অনেক বড় আনন্দের।

আমাদের সময় শেখার সুযোগ খুঁজে পেতে হলে প্রতিষ্ঠানে যেতে হতো। বই, শিক্ষক আর চর্চা ছিল শেখার একমাত্র পথ। ইন্টারনেট ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়ার কথা তো কল্পনাতেও ছিল না। আর এখন? এখনকার প্রজন্ম সত্যি অনেক সৌভাগ্যবান। ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, অনলাইন কোর্স,শেখার আর জানার এক বিশাল দরজা তাদের সামনে খুলে আছে।

তবে আজকের তরুণ-তরুণীদেরও কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ আছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা, পারফেকশনের চাপ, দ্রুত সফলতা পাওয়ার অস্থিরতা,সব মিলিয়ে তারা অনেক সময় নিজেদের ভেতরের সত্তাটাকেই হারিয়ে ফেলে। অনেকেই পরিবার বা সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার সঙ্গে নিজের স্বপ্নের জায়গাটাকে মানিয়ে নিতে পারে না।

আমি এই প্রজন্মকে বলতে চাই–নিজের ট্যালেন্টকে ভালোবাসো, যত্ন করো কাজে লাগাও । যা করতে ভালো লাগে, সেটার পেছনে সময় দাও, মন দাও। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। সফলতা তখনই আসবে, যখন তুমি নিজের স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলবে। তোমার সৃষ্টিই তোমার পরিচয়, তাই থেমে না থেকে , আঁকো,ভাবো, এগিয়ে চলো!

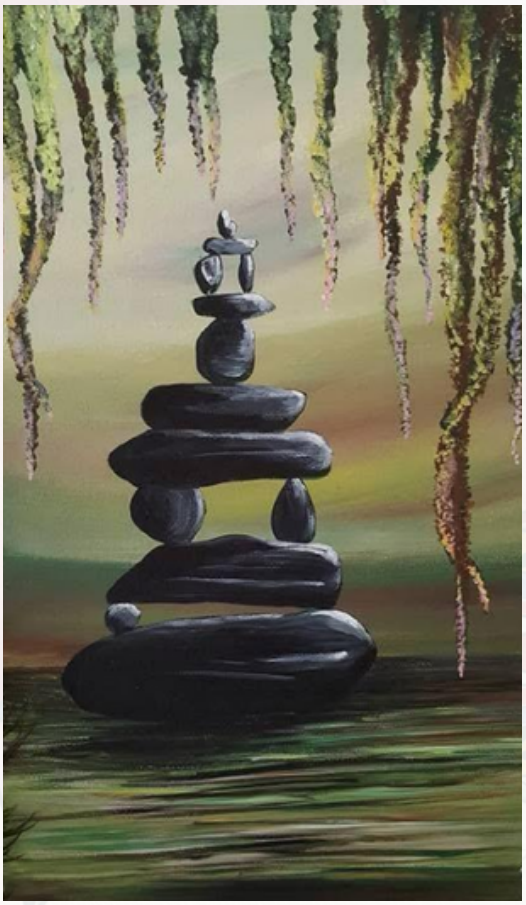

Iftar & Dinner Buffet 2023

BDEXPAT Premier League
Season 1

BDEXPAT

International Women's Day '23
Embrace Equity

International Women's Day '23

Malaysia

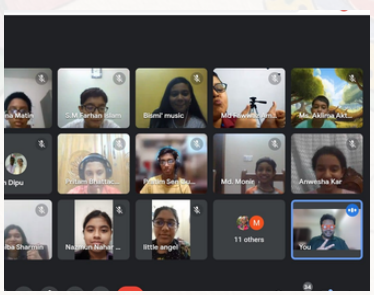

শুভ নববর্ষ
১৪৩২

SUNWAY MEDICAL CENTRE
Sunway City Kuala Lumpur

>3,800 Healthcare Professionals

810 Licensed Beds

>60 Medical Specialties

28 Centres of Excellence

18 Operating Theatres

170 Nationalities of Patients

STAY PROACTIVE AND HEALTHY WITH OUR TAILORED SCREENING PACKAGES!

CLASSIC HEALTH SCREENING PACKAGE *Suitable for all ages and gender*	**RM 680**
BASIC HEALTH SCREENING PACKAGE *Suitable for all ages and gender*	**RM 1,080**
COMPREHENSIVE MALE SCREENING PACKAGE *Suitable for >50 years old male*	**RM 1,980**
COMPREHENSIVE FEMALE SCREENING PACKAGE *Suitable for >50 years old female*	**RM 2,580**

Terms and conditions apply.

At Sunway Medical Centre, we emphasize the importance of proactive healthcare, and through our comprehensive wellness packages, we help you stay ahead of any risks, ensuring you live your best, healthiest life.

SCAN HERE

For more information

For inquiry, kindly contact:

International Patient Centre

+6019-200 9191

smc.ipc@sunway.com.my

WORLD'S BEST HOSPITALS 2025 Newsweek statista

SUNWAY MEDICAL CENTRE

SUNWAY MEDICAL CENTRE SDN BHD 199501012653 (341855-X)
No. 5, Jalan Lagoon Selatan,
Bandar Sunway, 47500 Selangor, Malaysia.

EMAIL: smc.ipc@sunway.com.my

SUNWAYMEDICALINTERNATIONAL

+603-7494 1098

sunwaymedicalinternational.com
sunwaymedicalinternational.com

SUNWAY HEALTHCARE

CityRemit | cbl money transfer SDN. BHD.
A Subsidiary of City Bank P.L.C. Bangladesh

city bank™ making sense of money

মালয়েশিয়া থেকে দেশে টাকা পাঠান সহজে ও নিরাপদে

দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে মালয়েশিয়া প্রবাসীদের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 'সিবিএল মানি ট্রান্সফার'-এর যেকোনো শাখা ও 'সিটিরেমিট' অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠানো ঝামেলাহীন ও নিরাপদ। এই আস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে আমরা এগিয়েছি অনেকটা পথ এবং এই যাত্রা আরও বহুদূর নিয়ে যেতে চাই।

এছাড়াও সিবিএল মানি ট্রান্সফার-এর মাধ্যমে পাচ্ছেন বাংলাদেশের সিটি ব্যাংক পিএলসি-তে অ্যাকাউন্ট খোলা ও বন্ড বিনিয়োগের সুবিধা:

- হাই-ভ্যালু সেভিংস অ্যাকাউন্ট
- ইসলামিক হাই-ভ্যালু সেভিংস অ্যাকাউন্ট
- গোল-বেজড ডিপিএস
- ফিক্সড ডিপোজিট
- মান্থলি ইন্টারেস্ট পেয়িং ফিক্সড ডিপোজিট
- ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড
- ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড
- ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড
- ট্রেজারি বন্ড

প্রধান শাখা (কুয়ালালামপুর)
লোক ইউ বিল্ডিং (নিচতলা), নং ২, লেবো পাসার বেসার
৫০০৫০ কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
মোবাইল: +৬০১২৬৭০৬২২৫

সিটিরেমিট অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন